বিবাহ ও পরিবার - ২ পর্ব

পৃথিবীর সাতটি আত্মিক আশ্চর্য

বিবাহ ও পরিবার - ২ পর্ব

পাঠ্য পুস্তিকা ৭

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

বিবাহের সাতটি সংযোগ সূত্র
(সাতপাকে বাঁধা)

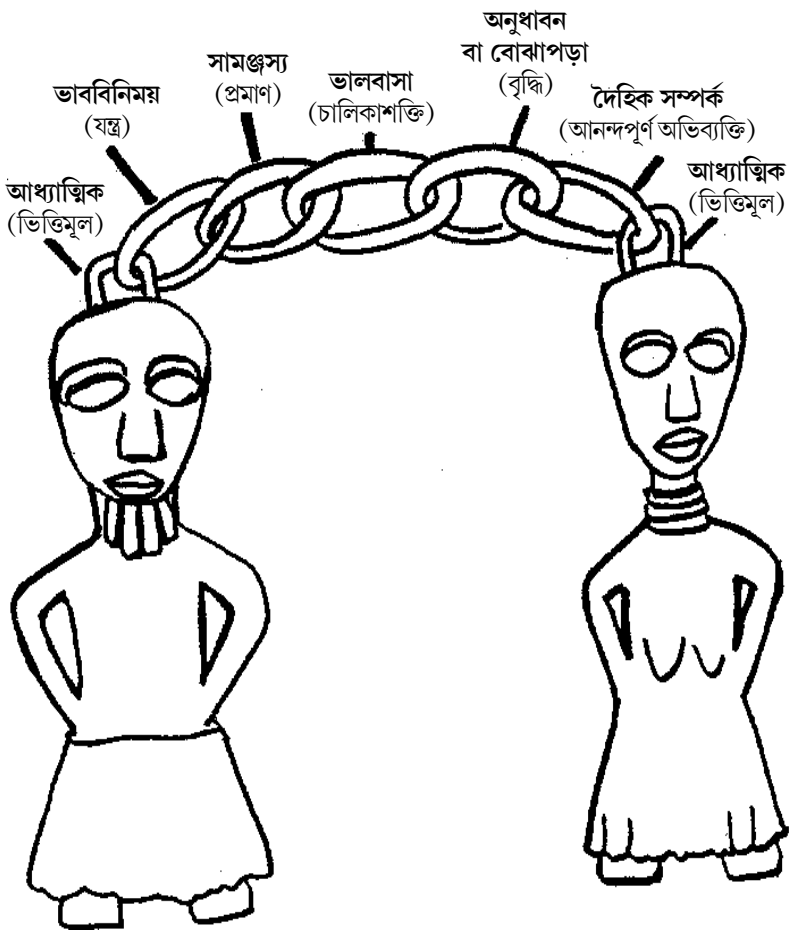

একত্বের সাতটি সংযোজক

বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে, আপনি আমাদের যে বেতার ভাষণ শুনেছিলেন, সেটি আপনাকে স্মরণ করানোর জন্য লিখিত দুটি পুস্তিকার মধ্যে এটি হল দ্বিতীয় পুস্তিকা। এটি পাঠ করার পূর্বে, আপনি যদি প্রথম পুস্তিকাটি পেয়ে না থাকেন, তবে সেটি সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন। প্রথমটি পাঠ করার পর, আপনি এই দ্বিতীয়টির মূল্য অনেক বেশী উপলব্ধি করতে পারবেন।

আমাদের বেতার ভাষণ ও এই দুই পুস্তিকা অনুধাবনের জন্য আমাদের এই সমস্ত পাঠের কাঠামো গঠনকারী একটি উদাহরণ বিশেষ ভাবে জানতে হবে । সেই জন্য আমি আমার প্রথম পুস্তিকায় যে উদাহরণটি দিয়েছি , সেটাই এখানে পুনরায় বর্ণনা করবো । এই উদাহরণটি বর্ণনা করার পর, আমি প্রথম পুস্তিকাটি যেখানে শেষ করেছি, তারপর থেকে শুরু করব।

একজন আফ্রিকান বিশ্বাসী, একটা সুন্দর প্রতীক চিত্র কাঠের উপর খোদাই করেছিলেন- এই চিত্রে সেই সম্পর্কের ছবি ফুটে উঠেছিল, যেটি প্রথম দম্পতি সৃষ্টি করার এবং তাদের "একাঙ্গ" হওয়ার কথা ঘোষণা করে, যে সম্পর্ক ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল। এই গুণী বিশ্বাসী, তার খোদাই চিত্রের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সাতটি উপায়ে স্বামী ও স্ত্রী " একাঙ্গ " হতে পারে।

তিনি কাঠের উপর তাঁর সুন্দর খোদাই কার্যের দ্বারা একজন পুরুষ ও একজন নারীর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা একটি শৃঙ্খলের যুগ্ম সংযোজক দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের দুজনকে যে শৃঙ্খলটি যুক্ত করেছিল সেটি তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর অবস্থিত এক একটি সংযোজকের দ্বারা যুক্ত ছিল। এই প্রতিটি সংযোজক, তাদের জন্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত একত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্য সমস্ত সংযোজক এই দুটি সংযোজকের যুক্ত - অতএব এর মধ্য দিয়ে এটাই প্রদর্শিত হয়েছে যে, তাদের আত্মিক সম্পর্ক একত্বের ভিত্তিমূল।

প্রথম যুগ্ম সংযোজকটি ভাববিনিময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে- এটি এমন এক যন্ত্র, যার দ্বারা তাদের একত্ব অনুশীলন ও পোষণ করা সম্ভবপর হয়। পরের সংযোজকটি হল সামঞ্জস্যবিধান যা তাদের একত্ব প্রমাণ করে। এই পাঁচটি সংযোজকের মধ্যেরটি ভালোবাসার প্রতীক -তাদের একত্বের চালিকাশক্তি। ভালবাসার সংযোজকের পরে আছে, অনুধাবনের সংযোজক,যেটি তাদের একত্বের বৃদ্ধি সাধনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাদের একত্ব করার সর্বশেষ সংযোজক হল তাদের দৈহিক সম্পর্ক, যেটি তাদের একত্বের আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

এই সমস্ত সংযোজকই, যুগ্ম সংযোজক। এর মধ্য দিয়ে এই বাস্তবতা প্রকাশিত হয় যে তাদের একত্বের বিষয়টি পারস্পরিক অথবা এর মধ্যে স্বামী,স্ত্রীর দান প্রতিদানের বিষয়টি উহ্য রয়েছে। এই পাঁচটি সংযোজক, তাদের প্রত্যেকের মাথার উপরের সংযোজকটি - যেটি তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের আত্মিক সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে - সঙ্গে যুক্ত হয়ে,তাদের একত্বের সাতটি সংযোজক প্রদান করে।

বিবাহ ও তাদের পরিবারের উপর প্রদত্ত আমাদের বেতারভাষণ বিবাহের সাতটি দিকের উপর ভিত্তিশীল, যে দিক গুলি স্বামী ও স্ত্রীর একত্বের সাতটি সংযোজক দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। আপনারা বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে ঈশ্বরের নিয়মটি, আমাদের প্রদত্ত বেতার ভাষণে শুনেছেন। এখন আমি এই দুটি পুস্তিকায় সেই বেতার ভাষণের সার-সংক্ষেপ প্রদান করতে চাই।

এক অধ্যায়

অনুধাবন বা বোঝাপড়ার সংযোজক

আমার পরিচর্য্যাকালে বহু বৎসর ব্যাপী, পুরোহিত হিসাবে বিভিন্ন দম্পতিকে পরামর্শদানের সময়, আমি বারংবার একটাই অভিযোগ শুনেছিঃ "আমার স্বামী আমাকে বোঝে না" বা "আমার স্ত্রী আমাকে ঠিক বুঝতে পারে না।" বোঝাপড়ার এই অসুবিধার জন্যই, ঐ সব বিপদ্‌গ্রস্ত দম্পতি, তাদের বিবাহ সম্পর্কে, তাদের পুরোহিতের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। বোঝাপড়ার একটি সংজ্ঞা হল, "পার্থক্য দূর করার জন্য পারস্পরিক মতৈক্য।" আরেকটি সংজ্ঞা হল, "ধারণা ও অভিপ্রায়ের পারস্পরিক বোধোদয়, যা বিচক্ষণতা ও সহানুভূতির পথে পরিচালিত করে।"

প্রেরিত পিতর, স্বামীগণকে, জ্ঞানপূর্বক অর্থাৎ স্ত্রীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে, বাস করার উপদেশ দিয়েছেন (১ পিতর ৩:৭ পদ)। স্বামী তুমি তোমার স্ত্রীকে কতটা ভালভাবে জান? যদি আপনার স্ত্রীর মোটর দুর্ঘটনা হয় এবং চিকিৎসকেরা আপনাকে হাসপাতালে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি আপনার স্ত্রীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ ইতিহাস তাদের জানাতে পারবেন? যদি সে আবেগজনিত কারণে ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে কি, আপনি স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞকে তার সম্পূর্ণ সামাজিক ইতিহাস বলতে পারবেন? আর ঠিক এই প্রশ্নগুলি, তাদের স্বামীর বিষয়ে স্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। আপনি আপনার স্বামীকে কতটা ভাল করে জানেন? আপনারা পরস্পরকে কতটা জানেন? আপনারা কি পরস্পরকে বুঝতে পারেন?

বিবাহের ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার গুরুত্ব কতখানি? স্বামী ও স্ত্রীর একত্বের মধ্যে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? আমি মনে করি না, সেই গুরুত্বের উপর আমি অত্যধিক জোর দিচ্ছি, যদি সেই দুজন ঈশ্বরের অভিপ্রেত অভিজ্ঞতা লাভ করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় - যে অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরিকল্পনা, ঈশ্বর তাদের বিবাহের সময় করেছিলেন।

ঈশ্বর প্রথম পুরুষ ও প্রথম নারীকে একাঙ্গ করার পরিকল্পনা নিয়ে, তাদের জন্য প্রকৃত বিবাহের ব্যবস্থা করার সময় যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই , ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে, যদি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা আনন্দ সহকারে ভাববিনিময়, সামঞ্জস্যরক্ষা, ভালবাসা ও নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করে, তাহলে এই একত্বের সংযোজকগুলি তাদের একসঙ্গে জীবন কাটানো ও প্রকৃত বিবাহ সম্পর্ক আনয়ন করবে।

বহু বৎসর যাবৎ আমি সুসমাচার প্রচারক হিসাবে, এমন বহু মানুষের দেখা পেয়েছি, যাদের অত্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ আছে। বহু সময়ে আমি তাদের এই কথা বলেছিঃ আপনার স্ত্রী আপনাকে যা কিছু বলে, সেই সব বিষয়ে চিন্তা করুন। যদি আপনি যথেষ্ট ধনী হন, তাহলে আপনি সেই সব কিছু ক্রয় করতে পারবেন। আপনি দৈহিক সম্পর্কের আনন্দও ক্রয় করতে পারেন। আপনি আপনার শিশুর জন্য একজন ধাত্রীমা ও তার লালন পালনের জন্য একজন অভিভাবিকাও ভাড়া করতে পারেন। কিন্তু আপনি একটি জিনিস ক্রয় করতে অপারগ যেটি হল স্বামী ও স্ত্রীর জন্য ঈশ্বর রচিত পারস্পরিক সম্পর্ক আপনি ক্রয় করতে পারবেন না।

ধার্মিক ব্যক্তিরূপে, যাঁরা বিবাহ ও পরিবারের জন্য একটি আত্মিক ও বাইবেল ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্বেষণ করেন, তাঁদের জন্য আমরা শুরুতেই এই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছি যে, ঈশ্বর বিবাহকে একটি সম্পর্ক হিসাবে রচনা করেছিলেন। আমরা যখন একসঙ্গে সেই সম্পর্ক গড়ে তুলি, তখন পারস্পরিক বোঝাপড়া হল, সেই নির্মাণের একটি বিশেষ দিক।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং যেভাবে সেটি আমাদের বিবাহকে প্রভাবিত করে, সেটাই হলো আমাদের একত্বের ভিত্তিমূল। ভাববিনিময় হল সেই যন্ত্র, যার দ্বারা আমরা আমাদের একত্বের অনুশীলন ও পরিপোষণ করি, সামঞ্জস্য রক্ষা হল আমাদের একত্বের প্রমাণ। ঐশ্বরিক ভালবাসা আমাদের একত্বের শক্তি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া হল, আমাদের একত্ব বৃদ্ধি র ফলাফল। যদি আমরা পরস্পরকে অনুধাবন করতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের সম্পর্কের বৃদ্ধি সাধন করতে পারব।

কয়েক দশক পূর্বে, একজন সুইস মনোবিজ্ঞানী, যিনি একজন ভক্ত বিশ্বাসী ছিলেন, " পারস্পরিক অনুধাবন " শীর্ষক একটি অতি সুন্দর পুস্তিকা লিখেছিলেন। ঐ পুস্তকের ভূমিকায়, ডঃ পল টোনিয়ার আমাদের বলেছেন যে, পরস্পরকে বুঝতে হলে, আমাদের পরস্পরকে বোঝার ইচ্ছা থাকা চাই ;আমাদের প্রকৃত ভাববিনিময়ের সাহস থাকা চাই, আমাদের পুরুষ ও নারীর দৈহিক পার্থক্যও জানতে হবে, আমাদের অতীতের গুরুত্ব বুঝতে হবে এবং বিবাহের জন্য এক আত্মিক দৃষ্টিকোণ পোষণ করতে হবে।

পরস্পরকে না বোঝার বিপদগুলি চিন্তা করুন। আজকের দিনে জগতের নানা অংশে বিবাহ - বিচ্ছেদ যেন মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। বহু সংস্কৃতিতে এবং বহু দেশে, স্বামীদের গৃহের বাইরে কাজ করতে যেতে হয় এবং স্ত্রীরা তখন গৃহের মধ্যে তাদের সন্তানাদির দায়িত্ব পালন করেন। কর্মস্থলে ঐ স্বামীরা সুবেশিবৃত্ত ও আকর্ষণীয়রূপে, হয়তো এমন অনেক নারীর সঙ্গে কাজ করেন, যে নারীরা সুসজ্জিতা ও আকর্ষণীয়া। এইরূপ পরিবেশে অনেক সময় একজন পুরুষ,

তার মহিলা কর্ম-সচিবের সঙ্গে, স্ত্রীর থেকেও বেশী ভাববিনিময় করে থাকে । তিনি তাকে আরও ভালোভাবে জানেন, তার সঙ্গে বেশী কথা বলেন ও অধিক সময় ব্যয় করেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, যদি তাঁর মহিলা কর্ম সচিব বা অন্যান্য যে সব মহিলার সঙ্গে তিনি কাজ করেন, তারা তাঁর জীবনে প্রথম স্থানটি দখল করে এবং শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

এছাড়া লক্ষ লক্ষ বিবাহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই, প্রাতঃকালে, চাকুরির জন্য গৃহের বাইরে চলে যান। যদি এইসব বিবাহিত, পেশায় আসক্ত মানুষেরা, তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেরাই ব্যস্ত থাকে এবং পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা না করে, তখন অনতিকাল পরে,অন্য কেউ সেই স্থান দখল করবে। কারণ মানুষ চায় অন্যে তাকে বুঝুক, তখন ঐ পুরুষ বা নারী একদিন এমন একজনকে পাবে, যে যত্নপূর্বক তাকে বোঝার চেষ্টা করে।

আমার পরিচিত জনৈক ব্যক্তি, বহু বৎসর অতি পাপপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার পর, বিশ্বাসী হয়েছিলেন। আমি তাকে সুশৃঙ্খল করার জন্য, তিন বৎসর যাবৎ, প্রতি সপ্তাহে তিনবার মিলিত হতাম এবং আমি যখন তাকে বুঝতে পারলাম, আমি তারকাছ থেকে কিছু শিখতেও পারলাম। খ্রীষ্টের কাছে আসার পূর্বে, তাঁর নিজের স্ত্রী নয় কিন্তু অন্যদের স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি যাপনের দুর্নাম ছিল। তিনি একজন অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর বড় মানুষ ছিলেন এবং তিনি দাবি করেছিলেন যে, ঐসব নারী নিজেরাই তার কাছে আসতে চাইত। এবিষয়ে তাঁর অভিমত হল ঃ "ঐসব মহিলা, যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তারা যে আমার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইতো তা নয়, তারা দৈহিক সম্পর্কের বিষয়ে আগ্রহী ছিল না। তারা প্রকৃতপক্ষে অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইত। তারা আমাকে বলেছিল তাদের স্বামীরা তাদের সঙ্গে কখনও কথা বলে না এবং তাদের বোঝেও না। সেইজন্য তারা আমার সঙ্গে কথা বলত এবং বিশ্বাস করতো যে, আমি তাদের বুঝতে পারি।"

আমরা এই কাহিনীর বিপরীতটাও অনেক সময় শুনে থাকি। যে স্বামীকে তার স্ত্রী বুঝতে চায়না, সেই স্বামী হয়তো অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক প্রবণ হয়ে যেতে পারেন। স্বামী বা স্ত্রী যখন একে অপরকে উপেক্ষা করে, তার ফল হয় অতি বিপজ্জনক। অনেক ক্রীড়াতে, সর্বোত্তম উপায় হল, শক্তিশালী আক্রমণ। স্বামী বা স্ত্রী যেন অন্যের কাছে হারিয়ে না যায় তাঁর সর্বোত্তম রক্ষণার্থক উপায় হল, দম্পতি হিসাবে আমাদের একত্ব বৃদ্ধি করা। আর ঐ বৃদ্ধি র গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, পরস্পরকে অনুধাবনের জন্য আমাদের করণীয় সবকিছু করা।

পার্থক্যের স্মরণোৎসব

আপনার স্বামী বা স্ত্রীকে অনুধাবনের জন্য প্রথমেই মনে রাখতে হবে একজন পুরুষ ও

একজন নারীর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে প্রাণীবিদ্যাসম্বন্ধীয়, দৈহিক, বুদ্ধি বৃত্তিগত , আবেগজনিত ও আত্মিক পার্থক্য থাকে। যে ভাবে পুরুষ ও নারী চিন্তা করে, কাজ করে, অনুভব করে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাড়া দেয়, তারমধ্যেও পার্থক্য থাকে। এমন কি নারী ও পুরুষ, একই ভাবে উপাসনাও করেনা

বেশ কয়েকবৎসর পূর্বে, বিষয়টি আমারকাছে উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছিল, যা আমি কখনও ভুলে যাব না। জনৈক চিকিৎসক পত্নী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি খুবই সুন্দর মহিলা, একজন ধার্মিক মহিলা, ভক্তিমতী ও তাঁর মন্ডলীর কাজে খুবই সক্রিয়, প্রার্থনাদল পরিচালনা ও অন্যান্য কাজও করে থাকেন। মন্ডলীর কাজের ব্যাপারেই আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর স্বামী একজন সফল এবং অতিউত্তম শল্যচিকিৎসক। কিন্তু চোখের জলে ভেসে তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি তোমার স্বামীকে নিয়ে বড়ই চিন্তিত। এককথায় বলা যায়, তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি নয়, তিনি ধার্মিক নন। আমি বললাম " আচ্ছা, আমাকে এ বিষয়ে প্রার্থনা করতে হবে কারণ ঈশ্বরই তাঁকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি করে গড়ে তুলতে পারেন।

তিনমাস পরে আমাকে জনৈক মন্ত্রণাদাতা বা পুরোহিতকে রোগিণীর চিকিৎসা বিভ্রাটকালে প্রার্থনা করার জন্য ডাকা হয়েছিল। ঐ মহিলার পিত্ত থলিতে পাথর হয়েছিল এবং তাঁর হৃদ-যন্ত্রের সমস্যা ছিল। তাঁর পিত্ত থলি থেকে পাথর দূর করা দরকার কিন্তু সেটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রপ্রচার কারণ তাঁর হৃদযন্ত্রও দুর্বল। যখন আমি হাসপাতালে ঐ রোগিণীর বিছানার পাশে গিয়ে, তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, ঐ " অধার্মিক " চিকিৎসক আমাকে কক্ষের বাইরে ডাকলেন। তিনি বললেন, " আমি সত্যই তার পিত্তথলির পাথর বার করতে চাই কিন্তু এটা খুবই ঝুঁকির কাজ। এই চিকিৎসালয়ের নিচের তলায় একটা ছোট্ট প্রার্থনাগৃহ আছে। আপনি কি নিচের ঐ প্রার্থনাগৃহে গিয়ে প্রার্থনা করবেন,যতক্ষণ না আমি একজন সেবিকাকে আপনার কাছে প্রেরণ করি ও সে আপনাকে বলে যে বিপদ কেটে গেছে"? আমি বললাম, "অবশ্যই। আমি আনন্দের সঙ্গে ঐ প্রার্থনা গৃহে গিয়ে প্রার্থনা করব "।

সেই জন্য আমি প্রার্থনাগৃহে গেলাম ও প্রার্থনা করতে লাগালাম। সকাল এগারোটার সময়, আমি ঐ স্ত্রীলোকের জন্য এমন এক আত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করলাম যাতে আমি বুঝতে পারলাম যে ঈশ্বর অবশ্যই কিছু করেছেন। প্রায় পনেরো মিনিট পরে, প্রার্থনা গৃহের দ্বারের কাছে একজন সেবিকা আসলেন এবং বললেন, " ডাক্তার বাবু বললেন সবকিছু খুব ভাল আছে। আমরা বিপদ কাটিয়ে উঠেছি।"

অস্ত্রোপ্রচারের পর, চিকিৎসক ঐ রোগিণীর স্বামীকে কোনকিছু বলার আগেই দ্রুত

আমার কাছে এলেন, করমর্দন করলেন এবং বললেন, " ও ! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা এক অলৌকিক ভাবে এই অস্ত্রোপচার করতে পেরেছি। আপনার প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।"

মনে রাখবেন এই চিকিৎসকের স্ত্রীই আমাকে বলেছিলেন, যে তাঁর স্বামী ধার্মিক ব্যক্তি নয়। তাঁর সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতে আমি তাঁকে বললাম, " আমার মনে হয়, আপনার খুব ভুল হয়েছে। আপনার স্বামী একজন ধার্মিক ব্যক্তি।" তিনি কি করেছেন, যখন আমি তাঁকে বললাম, তিনি কেঁদে ফেললেন। ঐ চিকিৎসকও একজন ধার্মিক ব্যক্তি, কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীর ন্যায় আত্মিক জীবনযাপন করেন না। ঐ মহিলা মনে করতেন তাঁর স্বামীর কোন আত্মিক জীবনই নেই। এটা আরও দেখায় যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর স্বামীকে ভালোভাবে চিনতেন না বা বুঝতেন না।

আমরা যদি স্বামী বা স্ত্রী, যার সঙ্গে বাস করি, তাকে অনুধাবন করতে চাই, তাহলে আমাদের দৈহিক পার্থক্য ভালোভাবে বুঝতে হবে। ঈশ্বর এই দুই লিঙ্গকে পৃথকভাবে রচনা করেছেন এবং ঐ পার্থক্যের জন্য আপনি আপনার স্বামী/স্ত্রী আপনার কাছে আকর্ষণীয় হয়েছেন। একজন নারী, একজন পুরুষের প্রতি তার পুরুষত্বের জন্য আকৃষ্ট হয়। একজন পুরুষ, একজন নারীর প্রতি তার নারীত্বের জন্য আকৃষ্ট হয়। নারী পুরুষের এই পার্থক্যগুলি স্মরণে রাখতে হবে - দ্রবীভূত করে দিলে চলবে না। নারীর জন্য একথা কি দুঃখজনক, যখন তাদের বলা হয়, নারী হিসাবে স্বার্থকতা লাভের জন্য, নারীকে পুরুষের প্রতিরূপ হতে হবে,পুরুষের ভূমিকা ও কাজে, তারসঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। এটা নারীকে প্রকৃত মূল্য প্রদান করে, বরং তার বিপরীতটাই সত্য। নারী হিসাবে, নারীর ভূমিকা ও কাজ তাকে প্রকৃত মূল্য প্রদান করে। অবশ্য, অন্যভাবেও এটা সত্য। পুরুষ তখনই প্রকৃত মূল্য লাভ করে, যখন তারা পুরুষ হিসাবে, ঈশ্বর অভিষিক্ত ভূমিকা ও কাজ গুলি পরিপূর্ণ করে।

যদি আমরা দুজন সম্পূর্ণ একই ধরনের হতাম, তাহলে আমাদের মধ্যে একজন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেত। আমরা আদি পুস্তকের সৃষ্টি তথ্যে দেখতে পাই, ঈশ্বর আমাদের পৃথক করে সৃষ্টি করেছেন, যেন আমরা পরস্পরের অনুপূরক ও পরিপূরক রূপে, দুজনে এক হয়ে, সমগ্র " আদম " গড়ে তুলতে পারি। ঈশ্বর তাদের নাম দিয়েছিলেন " আদম " , " আদমেরা " নয় (আদি ৫:১ পদ)। ঈশ্বর যখন একজন পুরুষ ও একজন নারীকে একাঙ্গ করেছিলেন যা আজও করে থাকেন, তাঁর পরিকল্পনা একেঅন্যে/অথবা নয় কিন্তু উভয়ে/এবং।

অতীতের গুরুত্ব

আমরা সকলেই জীবনে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠি। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বে, আমরা অনেক বৎসর পৃথক ভাবে গড়ে উঠি - ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পরিবার দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে, ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠি। যখন আপনারা পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করবেন, তখন আজকের দিনে আপনারা যা হয়েছেন, তার অতীত প্রভাবের গুরুত্বও আপনাদের বুঝতে হবে। এখন আমি আপনাদের একটি মাত্র ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করব।

১৯৬০ সালের শেষ দিকে, আমার স্ত্রী গিনি খুবই অসুস্থ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, যে সব মানুষ আমাদের পূর্বে চিনতেন এবং এখন যারা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, তারা সকলেই আশা করতেন যে, গিনিকে তাঁরা হুইল - চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখবে। একদিন আমি বাড়ী ফিরে দেখলাম, গিনির প্রচন্ড জ্বর এবং তার গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত ফুলে উঠেছে। আমি খুবই ক্রুদ্ধ ও হতাশ হয়ে গেলাম। বাস্তবিক আমি বিছানায় এক লাথি মারলাম। তার স্বামীর কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহার সে কখোনই আশা করে নি। স্বামী হিসাবে তাকে আমি কি উৎসাহই না দিয়েছিলাম! তার অসুস্থতায়, আমার ঐ রূপ ব্যবহারের কারণ খোঁজার জন্য, এটাই আমাদের অতীতে ফিরে যেতে সাহায্য করেছিল।

যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, আমার মা খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর এগারোটি সন্তান ছিল এবং শেষ শিশুটি জন্মাবার অনতিকাল পরে, তাঁর মলাশয়ের ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। বড় একটা অপারেশনের আরও দুবৎসর অত্যন্ত অসুস্থ থাকার পর, প্রভু তাঁকে গ্রহণ করলেন। এই সময়ে আমি আমার বাবাকে লক্ষ্য করতাম। তাঁর গৃহ একজন অসুস্থ স্ত্রী ও সন্তানদিতে পূর্ণ ছিল। আমাদের পরিবারটিকে একসঙ্গে রাখার জন্য, তিনি দিবাভাগে চিঠি বিলি করতেন, আর রাত্রিরে ট্যাক্সি চালাতেন। আমার মনে, আপাতভাবে, একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল ঃ " স্ত্রীলোকেরা অসুস্থ হয় এবং আপনার গৃহ সন্তানাদিতে পূর্ণ করে রাখে।" গিনি যখন অসুস্থ হল, তখন আমার পাঁচটি সন্তান ছিল দুজন একেবারেই শিশু আর তিনজন টল্‌মল্‌ করে হাঁটে। সেদিন গৃহে ফিরে, আমি যখন আমার স্ত্রীর যন্ত্রণা দেখলাম, তখন শতশত ঘন্টা ধরে, আমার মৃতপ্রায় মাতা ও সংগ্রামরত পিতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে, আমি ঐরূপ ব্যবহার করেছিলাম যখন আমাদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভ ব হল, তখন আমার স্ত্রী অসুস্থতায়, আমার ক্রোধ ও হতাশার কারণ বোঝা আমার পক্ষে আর কঠিন হয় নি।

গিনির পক্ষেও, আমার অতীতকে বোঝা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদি তা না হতো, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা শুরু করত। পরিবর্তে সে, আমার ক্রোধ ও হতাশার উৎসটি খোঁজার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেকে বললাম, "ওহে পুরুষ, ঠিক হও। এ তোমার মা নয়। এ তোমার স্ত্রী এবং তোমার সাহায্য আশা করে।" বহু সময়ে, আজকের দিনে আমার স্ত্রীকে বোঝার জন্য, তার অতীতের প্রভাবগুলি, আমাকে সাহায্য করেছে। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি বসবাস করছেন, তাকে ঠিকমত বোঝার জন্য, আপনাকে অবশ্যই অতীতের গুরুত্ব অনুধাবন

করতে হবে।

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে অদ্বিতীয়রূপে তৈরী করতে চান। আমাদের প্রত্যেকজনকে তৈরীর করার পর, তিনি ছাঁচটি ছুঁড়ে ফেলে দেন। অভিধানে " আত্ম " শব্দটির এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ " একজন নির্দিষ্ট মানুষের অদ্বিতীয়ভাব, ব্যক্তি - সাতন্ত্র্য, যা তাকে জীবিত অন্য সকল মানুষ থেকে পৃথক করে রাখে।" পুরোহিত হিসাবে, বহুবৎসর ধরে, আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের অসুখী হওয়ার প্রাথমিক কারণ হল, আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে, আমরা বাস্তবে কে , কি ও কখন, থাকতে পারিনা। স্বামী ও স্ত্রী, তাদের জন্য ঈশ্বর - অভিষিক্ত ব্যক্তিত্ব ও তাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের উত্তম, গ্রহণযোগ্য ও পবিত্র ইচ্ছা আবিষ্কারের জন্য, পরস্পরকে সাহায্য করতে পারেন। (রোমীয় ১২:১,২)

বিবাহের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া বা অনুধাবনের গুরুত্ব আলোচনার কালে এটা একটি মূল বিষয়। জনৈক ব্যক্তি অনুধাবনের সংজ্ঞা দান করে বলেছেন, "পার্থক্য দূর করার জন্য পারস্পরিক ঐক্যমত"। এটা কি অনুধাবনের একটি সুন্দর সংজ্ঞা নয়? অপর একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "ধারণা ও অভিপ্রায়ের পারস্পরিক বোধগম্যতা, যা সহানুভূতি ও অর্ন্তদৃষ্টির পথে পরিচালিত করে।" এখন যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি জীবনযাপন করছেন, তাকে ঠিকমত বুঝতে হলে, আপনাকে লিঙ্গ পার্থক্য বুঝতে হবে, অতীতের গুরুত্বও আপনাকে অনুধাবন করতে হবে।

আপনার স্বামী বা স্ত্রীকে বুঝতে হলে, আপনাকে তাকে বোঝার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। এমন অনেক বিবাহিত মানুষ আছে, যারা তাদের জীবন- সাথীকে বোঝার জন্য নিজেদের সময় ও আবেগজনিত কর্মক্ষমতা ব্যয় করতে চায় না। আপনি কি করেন? আপনি আপনার জীবন -সাথীকে প্রকৃতই বুঝতে চান? যদি আপনি তা চান, তাহলে এখানে আপনার জন্য কয়েকটি সাংকেতিক প্রস্তাব প্রদান করা হচ্ছে ঃ-

প্রথমতঃ আমাদের স্বামী বা স্ত্রীকে বুঝতে হলে, যীশুর সেই সোনালী বিধিটা প্রয়োগ করতে হবে। যীশু বলেছেন ঃ " সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী-গ্রন্থের সার" (মথি ৭:১২ পদ)। মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটাই বাইবেলের মহত্তম পদ। এই শিক্ষা প্রয়োগের জন্য, স্ত্রীগণ নিজেদের জিজ্ঞাসা করবেন ঃ " যদি আমি আমার স্বামী হতাম, তাহলে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার আশা করতাম? " এবং স্বামীগণ নিজেদের জিজ্ঞেস করুক ঃ " যদি আমি আমার স্ত্রী হতাম, তাহলে আমার স্বামীর কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার আশা করতাম? " এটি আমাদের আত্মকেন্দ্রিক মানবিক প্রকৃতির বিপরীত, কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরের

অনুগ্রহ ভিক্ষা করি, আমরা স্বামী/স্ত্রী কেন্দ্রিক হয়ে যাব এবং পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করার জন্য, যীশুর এই সোনালী বিধিটি প্রয়োগ করতে পারবো।

দ্বিতীয়ত ঃ আমাদের স্বামীর/স্ত্রীর কথা শুনতে হবে। শ্রবণ এক ধরনের আর্ট বা কলা, এবং এ বিষয়ে শেখার আমার অনেক কিছু আছে, যা আমরা শিখে উঠতে পারিনি। যখন তারা বলে যে তারা পরস্পরের কথা শুনছে, তারা প্রকৃতপক্ষে এই কথাই বলে যে, " ও যখন চুপ করবে, তখন আমি কি বলব, সেই কথাই এখন আমি চিন্তা করছি।" যীশু বলেছিলেন, " যাহার শুনিতে কান থাকে, সে শুনুক, " (মথি ১১:১৫)। যখন আপনার স্ত্রী বা আপনার স্বামী, কিছু বলতে চান, তখন কি আপনি প্রকৃতই তা শ্রবণ করেন?

লূক লিখিত সুসমাচারে একটি কাহিনী বলা হয়েছে যে যীশু একদিন জনৈক ফরীশীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। একজন স্ত্রীলোক ভিতরে এল এবং সে যখন দেখল যে ঐ ফরীশী যীশুর পা ধুয়ে দেয়নি, সে কাঁদতে শুরু করল। এর অর্থ ঐ ফরীশী যীশুর প্রতি সাধারণ সৌজন্যটুকুও প্রদর্শন করেনি। সে তখন যীশুর পায়ে নিজের চোখের জল ফেল্‌ল এবং চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিল। তখন ঐ ফরীশী নিজের মনে চিন্তা করল, " যদি উনি জানতেন, এই স্ত্রীলোকটি কি ধরনের, তাহলে নিশ্চয় তিনি এই ঘটনা ঘটতে দিতেন না।"

কিন্তু যখন ঐ ফরীশী এই কথা চিন্তা করছেন, যীশু তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন, "শিমোন তুমি কি এই নারীকে দেখতে পাচ্ছ"? গ্রীক ভাষায় "দেখা" শব্দটির অনেক প্রতিশব্দ আছে। এ ক্ষেত্রে যীশু যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার অর্থ হল, " তুমি কি তাকে প্রকৃতই দেখতে পাচ্ছ? বা এই স্ত্রীলোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? " আমার মনে হয় স্বামীদের জন্য এটা একটা অপূর্ব প্রশ্ন। যে নারীকে তুমি বিবাহ করেছ, তাকে কি তুমি সত্যিই দেখতে পাও? তোমার স্ত্রী যখন তোমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, তখন কি তুমি প্রকৃতই তার কথা শুনতে পাও?

এসেসির ফ্রান্সিস আমার অন্যতম এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। যখন তিনি একটি শাস্ত্রশিক্ষালয়ে যোগ দিয়েছিলেন, তখন এক বিখ্যাত পরিবার থেকে তাঁর আসার সেটা একটা বড় কারণ। (তখনকার দিনে যখন কোন ব্যক্তি এ জগৎ, মাংসিক অভিলাষ ও শয়তানকে অস্বীকার করত, তার প্রমাণ স্বরূপ তাকে বেশ কয়েক বৎসর, একটা পাটের বস্তা নিয়ে ভিক্ষা করতে হতো)। এই শিক্ষণকার্য্য সমাপ্ত করার পর, যখন তাঁকে অভিষেক করা হত, প্রার্থীকে লোকেদের কাছে প্রচার করতে হতো। ফ্রান্সিসের অভিষেকের সময়, সমগ্র গীর্জাঘর লোকে পরিপূর্ণ ছিল কারণ যোগদানের পূর্বে তিনি এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি প্রচার করতে উঠলেন,সকলে মনে করলো যে,

তিনি এবার দীর্ঘতম উপদেশ দান করবেন, কিন্তু তিনি বললেন ঃ " ঈশ্বর আমাকে প্রচারের জন্য নয় কিন্তু কাজ করার জন্য আহ্বান করেছেন। আসুন, আমরা প্রার্থনা করি।" এবং তারপর তিনি এই প্রার্থনাটি করলেনঃ

"প্রভু, তুমি আমাকে তোমার শান্তির যন্ত্রে পরিণত কর। যেখানে ঘৃণা, সেখানে যেন আমি ভালোবাসা রোপণ করতে পারি; যেখানে আঘাত - ক্ষমা, যেখানে সন্দেহ - বিশ্বাস, হতাশা - প্রত্যাশা, যেখানে অন্ধকার - আলো এবং যেখানে দুঃখ, সেখানে আনন্দ আনয়ন করতে পারি। হে ঈশ্বর প্রভু, আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন সান্ত্বনা দিতে গিয়ে, নিজেই সান্ত্বনা খুঁজে না বেড়াই, অন্যকে বুঝতে গিয়ে, নিজেকেই বোঝানোর চেষ্টা না করি, ভালোবাসতে গিয়ে, নিজেকে ভালোবাসার পাত্র করে না তুলি। কেননা দান করলেই আমরা গ্রহণ করতে পারি, ক্ষমা করলেই আমরা ক্ষমা লাভ করি;এবং মৃত্যুতেই আমরা অনন্ত জীবন লাভের জন্য জন্ম গ্রহণ করি।"

এটি এক অতি সুন্দর প্রার্থনা এবং বিবাহে আমাদের জীবন সাথীকে অনুধাবনের জন্য এক অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গি। " আর্শীবাদ কর, আমি যেন অন্যকে বুঝতে গিয়ে, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা না করি।" যার সঙ্গে আপনি জীবনযাপন করছেন, তাকে বোঝার চাবিটি হল " স্বামী/স্ত্রী কেন্দ্রিক হওয়া।" আপনার স্বামী/স্ত্রীকে অনুধাবনের জন্য আপনাকেই অবশ্যই, " পংক্তিগুলির মধ্যস্থলটি পাঠ " করতে হবে এবং " বাক্যের মধ্যস্থলের কথা শ্রবণ " করতে হবে আর সেটি হল, আপনার স্বামী/স্ত্রীর প্রয়োজনগুলি একটা সহজ ধারণা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন আপনি সেই সহজ সত্যটি আপনার বিবাহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, তখন সেই সত্যের এক বৈপ্লবিক প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে হঠে। সেই সত্যটি হল, আপনার সাথীকে কেন্দ্রে রাখুন এবং নিজেকে বোঝাবার জন্য খুব বেশী চিন্তিত হবেন না। কি ভাবে আপনার স্বামী বা স্ত্রী আপনাকে বুঝতে পারবেন, সে বিষয়ে চিন্তা করবেন না কিন্তু চিন্তা করুন আপনি তাকে কি ভাবে বুঝতে পারবেন। আপনি ভালবাসা পাচ্ছেন কিনা সেটা প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হল আপনি তাকে ভালবাসা দিতে পারছেন কিনা।

ভাব বিনিময়ের গভীরতা

আপনার স্বামীকে/স্ত্রীকে অনুধাবনের জন্য, আপনাকে গভীর ভাবে ভাববিনিময় করতে হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে ভাববিনিময় নানা স্তরের হতে পারে । প্রথম ভাববিনিময় না করার স্তর - একটা অগভীর স্তর, যখন আপনি ও আপনার স্বামী বা স্ত্রী , গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা নিজেদের মধ্যে বলেন না। একটু গভীরস্তরে, আপনারা আপনাদের জানা কোন বিষয়ে কথা বলেন। আরও একটু গভীরে গিয়ে, আপনারা নিজেদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতির কথা পরস্পরকে ব্যক্ত করেন। ভাববিনিময়ের গভীরতম স্তরে, আপনি আপনার জীবনে কে, কি ও কোথায়, ঈশ্বর আপনাকে

কার, কি ও কোথায় সম্পর্কিত করতে চান বলে আপনি বিশ্বাস করেন, সে বিষয়ে আপনার স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করবেন।

স্বাভাবিকভাবেই, তখন ছোটো খাটো কথা, যেমন "নুনটা একদিকে দাও" বা " আজ বৃষ্টি হতে পারে " এসব অতিক্রম করে যায়, যখন আপনি আরও গভীরভাবে ভাববিনিময় করেন, আপনি আপনার হৃদয়টি আপনার স্বামী/স্ত্রীর হাতে অর্পণ করেন এবং সেটা নিয়ে যা খুশী করতে পারেন। তারা সেটাকে দুমড়ে মুছড়ে দিতে পারেন তারা সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন। সম্ভবতঃ সব থেকে মন্দ যে কাজটি তারা করতে পারেন, সেটা হল,আপনার হৃদয়টি হাতে নিয়ে, সেটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন।

এক পরামর্শদান অধিবেশনে, আমি এক দম্পতিকে সবথেকে নির্দয় কথাবার্তা বলতে শুনেছিলাম। তিনি ছিলেন অতি অভদ্র। অধিবেশন কালে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বারংবার জিজ্ঞাসা করছিলেন ঃ " তুমি আমাকে কি মনে কর ? তুমি আমাকে কি ভাব ? " শেষ পর্য্যন্ত তাঁর স্বামী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন "তুমি নিজেকে তোষামোদ করছ, আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই মনে করিনা।" ভালবাসার বিপরীত ঘৃণা নয়, নিঃস্পৃহতা। ঐ স্বামী যখন তাঁর স্ত্রীকে ঐ কথা বলছিলেন, তিনি ভালবাসার সম্পূর্ণ বিপরীতভাব প্রকাশ করছিলেন।

আপনি যখন নিজ হৃদয়টি আপনার স্ত্রী/স্বামীর হাতে ছেড়ে দেন, আপনি হয়তো আঘাত পেতে পারেন। কিন্তু আঘাত পেতে ইচ্ছুক না হওয়া পর্যন্ত, আপনি তাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন না। গভীরতর ভাবে ভাববিনিময়ের অর্থ হল, সংঘর্ষের মোকাবিলা করতে শেখা। যখন আপনি গভীর ভাববিনিময় করতে চান, আপনি যা বলতে চান, আপনার স্বামী হয়তো তা শুনতে চান না। একজন উত্তম স্বামী বা স্ত্রী, যিনি সত্যই আপনার গড়ে ওঠার ব্যাপারে চিন্তাশীল, তিনি হয়তো আপনার যা শোনা প্রয়োজন, সেই কথা বলেন এবং আপনি হয়তো তা শুনতে চান না। এইজন্য ডঃ টার্নার "ভাববিনিময়ের সাহসিকতা" সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যখন আপনার স্বামী বা স্ত্রী, আপনার প্রয়োজনীয় কিছু কথা আপনাকে বলেন কিন্তু আপনি সেটা শুনতে চান না, আপনি নিজেকে তখন কচ্ছপের ন্যায় খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে পারেন অথবা আপনি কিভাবে সংঘর্ষের মোকাবিলা করতে হয়, সেটা শিখতে পারেন, যা হয়তো ভাববিনিময়ের গভীর স্তর থেকে উঠে আসে।

ক্রোধের মোকাবিলা

গভীর স্তরে ভাববিনিময় করেন, এমন দম্পতিকে, ক্রোধের মোকাবিলাও শিখতে

হবে। যাদের আমরা সবথেকে বেশী ভালবাসি, তারাই আমাদের সবথেকে বেশী ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে। ক্রোধ একটি চমকপ্রদ আবেগ। একজন বিশ্বাসীর ক্রোধ সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন ? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আত্মাপূর্ণ, খ্রীষ্ট অনুরাগীও ক্রুদ্ধ হন, সেটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ? যীশুর শিষ্যের জন্য ক্রোধ কি এক গ্রহণযোগ্য আবেগ ? বিশ্বাসীদের জীবনে ক্রোধ সম্পর্কে পৌলের বাক্যগুলি শ্রবণ করুন ঃ

"ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না, সূর্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক; তার দিয়াবলকে স্থান দিও না। ..... ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সর্ব প্রকার কটুকাটব্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ, নিন্দা এবং সর্বপ্রকার হিংসেচ্ছা তোমাদের হইতে দূরীকৃত হউক;" (ইফিষীয় ৪:২৬,২৭,৩০,৩১)। যাকোব আমাদের একটি সংক্ষিপ্ত, সরল দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে লিখেছেন ঃ " কারণ মনুষ্যের ক্রোধ, ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে না" (যাকোব ১:২০ পদ)।

একটি ব্যক্তিগত দৃশ্যশ্রেণী

আমি একজন বিশ্বাসী ছিলাম এবং যখন আমি বিবাহিত হলাম, তখন খুবই ক্রুদ্ধ বিশ্বাসী ছিলাম। আমি নিজেকে বলতাম যে এটা আমার ধর্মসম্মত ক্রোধ কিন্তু সেটা সত্য নয়। ঈশ্বর ক্রোধ সম্পর্কে কি বলেছেন, শাস্ত্রে আমি তা অন্বেষণ করতাম। কোন এক সময় আমি একটা বহনযোগ্য বেতারযন্ত্রের উপর মুষ্টাঘাত করেছিলাম যার ফলে ঐ বেতার যন্ত্রের উপরদিকে একটা বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন একটা বোমা সেটিকে আঘাত করেছে। কয়েক বৎসর পর, আমরা যখন অন্যত্র গেলাম, গিনি ঐ বেতার যন্ত্রটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। সে আমাকে শুধুমাত্র স্মরণ করাবার জন্য সেটি, আমাদের বিছানার কাছে বই এর আলমারীর উপরে রেখে দিয়েছিল। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, যে আমি প্রকৃতপক্ষে তার উপর ক্রুদ্ধ হইনি। আমি একটা ঋণ আবেদন করার কালে, জনৈক ব্যাঙ্ক কর্মীর উপর বিরক্ত হয়েছিলাম। আমি প্রকৃতপক্ষে আমাদের আর্থিক অবস্থার জন্য নিজের উপরই ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, আর সেই জন্য ঐ বেতার যন্ত্রের উপর মুষ্টাঘাত করেছিলাম।

আপনি ক্রুদ্ধ হলে, সবসময় নিজেকে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। আপনি কেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন ? কার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন ? আপনার ক্রুদ্ধ হওয়ার উৎস কি ? আপনার ক্রোধের সত্য বস্তুটি কি ? খুব কম সময়েই, আমাদের ক্রোধের উৎস ও ক্রোধের বস্তু, সেই ব্যক্তি হন, যার উপর আমরা ক্রোধ প্রকাশ করি। আমরা প্রায়ই নিজের উপরে ক্রুদ্ধ হই, যেমন আমি হয়েছিলাম। সম্ভবতঃ আপনি আপনার মনিবের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং যেহেতু আপনি তাঁকে সামনা সামনি

আঘাত করতে পারছেন না, আপনি ঘরে ফিরে কোনকিছু ভেঙে দিলেন। যদিও মনে হচ্ছে আপনি যেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আপনার স্ত্রী ভাবছেন, আপনি তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু আপনি হয়তো তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হন নি। আপনি হয়তো আপনার মনিবের উপরেও ক্রুদ্ধ হননি। আপনি হয়তো নিজের উপরেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আপনার জন্য আপনার স্ত্রীর জন্যই, আপনার ক্রোধের উৎসটি অনুধাবন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

উপরে উদ্ধৃত পরিচ্ছেদ থেকে বিষয়টি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বর কখনও চান না যে আত্মা - নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাসী ক্রুদ্ধ হন। নূতন নিয়মে বলা হয়েছে, "ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না," (ইফিষীয় ৪:২৬)। অনেক ব্যক্তি, এই দুটি শব্দকে তাদের জীবনে গ্রহণ করেন "ক্রুদ্ধ হও"। কিন্তু এই পদের আরও ভালো অনুবাদ হল, " যখন তুমি ক্রুদ্ধ হও, পাপ করো না।" ঈশ্বর যথেষ্ট বাস্তবভাবে মনে করেন যে, আমরা কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হতে পারি। কিন্তু ক্রোধ সম্পর্কে বাইবেলের সুনির্দেশ হল, "ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক "। শাস্ত্রে ক্রোধ সম্পর্কে আমাদের যা বলা হয়েছে, তার মূল কথা হল, রাগ ও ক্রোধ "দূরে সরিয়ে" দাও (ইফিষীয় ৪:২৬ - ২৭)।

যখন আমি বুঝতে পারি যে ঈশ্বর তাঁর অনুপ্রাণিত ব্যাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের ক্রুদ্ধ না হতে, ক্রোধ পরিহার করার কথা বলেছেন, আমার প্রশ্ন হল কি ভাবে? " আমার এই প্রশ্ন আমাকে আদি পুস্তকের একটি অধ্যায়ে পরিচালিত করে, যেখানে আমাকে, এই প্রশ্নের কতকগুলি উত্তরই শুধুমাত্র দেওয়া হয় নি কিন্তু আমাকে ক্রোদ্ধ থেকেও উদ্ধার করা হয়েছে। আমি আপনাকে এই অধ্যায়টি পাঠ করতে বলছি, যদি আপনি এই সমস্যার মোকাবিলা করতে চান। এটি বাইবেলের অন্যতম এক মহান ও অতি পরিচিত একটি কাহিনী ঃ

" পরে কালানুক্রমে, কয়িন উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল। আর হেবলও আপন পালের প্রথম জাতক একটি পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু কয়িনকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না; এই নিমিত্ত কয়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল। তাহাতে সদাপ্রভু কয়িনকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন বিষণ্ণ হইয়াছে? যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচারণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, এবং তুমি তাহার উপর কর্তৃত্ব করিবে।

" আর কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল, পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল। পরে সদাপ্রভু কয়িনকে

বলিলেন, 'তোমার ভ্রাতা হেবল কোথায়?' সে উত্তর করিল, আমি জানি না, 'আমার ভ্রাতার রক্ষক কি আমি?' তিনি কহিলেন, 'তুমি কি করিয়াছ'?" (আদিপুস্তক ৪: ৩ -১০ পদ)।

এই ক্ষুদ্র নাটকে, আমরা ক্রোধ সম্পর্কে এক মহান শিক্ষা লাভ করি। এখানে আপনি দুজন মানুষকে পাচ্ছেন, শ্রীমান গ্রহণযোগ্য (হেবল) এবং শ্রীমান অগ্রহণযোগ্য (কয়িন)। উভয়েই ঈশ্বরের উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করেছিল। এখন,ঈশ্বর হেবলের ও তাঁর উপহারের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কয়িনের ও তার উপহারের প্রতি সন্তুষ্ট হন নি। আমি মনে করি, কয়িনের উপহার গ্রহণযোগ্য ছিল কিনা, তা আমাদের বলা হয়নি। সে একজন কৃষক ছিল,সেইজন্য ভূমির ফসল আনয়ন করেছিল। এই কাহিনীতে উহ্যভাবে বলা হয়েছে যে, সে তার ভূমির সবথেকে ভাল ফসলগুলি আনেনি।

হেবল ছিল মেষপালক, সেই জন্য সে একটি পশু আনয়ন করেছিল, অনেকে বলেন যে, সমস্যাটি হল, হেবল পশুর রক্ত উৎসর্গ করেছিল, কয়িন যা করেনি, কিন্তু বাইবেলে এ পর্যন্ত পশুর রক্ত উৎসর্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। আমি মনে করি, তাদের উপহার অপেক্ষা ঐ দুই ব্যক্তির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে একজন গ্রহণযোগ্য তাই তার উপহার ঈশ্বর গ্রাহ্য করাহয়। অন্য ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য নয় তাই তার উপহারকে ঈশ্বর গ্রাহ্য করা হয় নি।

নাটকে আরও বলা হয়েছে; শ্রীমান গ্রহণযোগ্য, শ্রীমান অগ্রহণযোগ্যদের কাছে গেলে, শ্রীমান অগ্রণযোগ্য তাকে বধ করলো। পরে ঈশ্বর কয়িনের কাছে আসলেন এবং তাকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করলেন, " তুমি ক্রুদ্ধ কেন? তুমি অত বিষণ্ণ কেন? তোমার ভাই কোথায়? তুমি কি করেছ? যদি তুমি ঠিক কাজ কর, কেন তুমি গ্রহণযোগ্য হবে না? যদি তুমি তা না কর, এই ক্রোধ পাপ হয়ে তোমাকে ধবংস করবে!"

এটা ক্রোধ সম্পর্কে একটা বড় শিক্ষা। বেতার যন্ত্রের ঘটনায়, আমি আমার স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইনি। আমি নিজের উপরেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম কারণ আমি তখন ছিলাম শ্রীমান অগ্রহণযোগ্য। আমার নিজের আর্থিক অবস্থার জন্য, আমি নিজের উপরই ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। ঈশ্বর অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, "তুমি কেন ক্রুদ্ধ হয়েছ? তুমি ঐ ক্ষুদ্র বেতার যন্ত্রটি কেন নষ্ট করে দিয়েছ? " এর থেকে আমার প্রধান শিক্ষা হল, " নিজেকে ঈশ্বরের কাছে ঠিকভাবে রাখা। নিজের অর্থ ঠিকভাবে ব্যবহার কর তাহলে নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে বা অন্য কারও কাছে নিজেকে অগ্রহণযোগ্য হতে হবেনা। যদি গ্রহণযোগ্য হয়ে, তুমি তোমার ক্রোধ প্রশমিত না কর, তাহলে জীবনে অনেক বেতার যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলবে বা 'হেবেলকে বধ করবে' এবং তা তোমার ধবংস ডেকে আনবে।"

প্রেরিত পৌল; ইফিষীয়দের প্রতি পত্রে এবিষয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন " আপন স্ত্রীকে যে প্রেম করে, সে আপনাকে প্রেম করে" (ইফিষীয় ৫:২৮) আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সেই বেতার যন্ত্রের ঘটনার সময়, যদি আমি নিজেকে ভালবাসতাম তাহলে আমার স্ত্রীকে ভালবাসার সামর্থ্য আমার থাকতো। কিন্তু যেহেতু আমি নিজের কাছে ছোট হয়ে গিয়েছিলাম, আমি তার প্রতি রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ করে ছিলাম।

আমি যখন আমার ক্রোধের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলাম, আমি দেখলাম আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি এবং আমার ছেলেমেয়েদেরও ভালবাসি। কিন্তু আমি সবসময় তাদের জন্য ভালবাসা প্রকাশ করিনা, বিশেষতঃ যখন আমি "আমি নিজেকে ভালবাসি" না। যখন আমি, যে কারণেই হোক নিজের কাছে ছোট হয়ে যাই, আমার ভালবাসার ক্ষমতা হ্রাস পায়। আমার যা গড়ে তোলা উচিত, সেটি হল, আত্ম-সম্মানের এক বৈধ ধারণা এবং ঈশ্বর যেভাবে দেখেন, সেইভাবে নিজেকে দেখা।

মথি লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে, একজন ব্যবস্থাবেত্তা যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ "গুরো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন আজ্ঞা মহৎ?" (মথি ২২: ৩৬)। এবং যীশু উত্তর দিলেন, "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," এইটি মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্যঃ "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।" এইদুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদি গ্রন্থও ঝুলিতেছে (২২: ৩৭-৪০)।

এই অনুচ্ছেদে, যীশু বলছেন যে, তাঁর বর্ণিত " অনন্ত জীবন" বা "জীবনে উপচয়" লাভের, তিনটি পরিপ্রেক্ষিত আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের উপরে দৃষ্টিপাত করে, ঈশ্বর আমাদের যে ভাবে গড়তে চান, সেইরূপ হতে হবে এবং আমাদের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে, ঈশ্বরের বাক্যানুসারে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। যীশু এই তিনটি পরিপ্রেক্ষিতের সারমর্ম শিক্ষা দিয়ে বলছেন, আমরা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসব। আমরা অন্তরে দৃষ্টিপাত করে , নিজেদের সঠিক ভাবে ভালবাসব। আর আমরা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে, অন্যদের নিঃশর্তভাবে ভালবাসব।

এখন আপনার নিজেকে ভালবাসার অর্থ এই নয় যে, দর্পণে নিজেকে দেখে, আপনি আরাধনা বন্ধ করে দেবেন। অনেক মানুষ এটাই মনে করে। কিন্তু মদ ও ড্রাগের আসক্তি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত, আমার এক বন্ধু বিষয়টি এই ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ " ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে ভালবাসবে, নিজেকে সঠিকরূপে ভালবাসবে এবং পরস্পরকে নিঃশর্তরূপে ভালবাসবে।" এই

তিনটি বিষয় অনুধাবন করতে সমর্থ হয়ে, আমার বন্ধু আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিলেন এবং তার ফলে, তিনি সতেরো বৎসর শান্তভাবে ছিলেন এবং আমাদের মন্ডলীর প্রাচীনদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন।

পৌল যখন বলছেন "আপন স্ত্রীকে যে প্রেম করে, সে আপনাকেই প্রেম করে", তিনি আমাদের এক গোপন কথা জানাচ্ছেন। যখন অন্তরে দৃষ্টিপাত করেন, যদি তখন আপনি ভালবাসতে না পারেন, যদি আপনার এমন আত্ম ক্রোধ থাকে যে, তা আপনার মধ্যে আত্ম-ঘৃণা ও আত্ম-বিনাশ আনয়ন করে, তাহলে আপনি কারও সঙ্গে বিশেষত; আপনার স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারবেন না।

যদি আপনি বিবাহ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, অন্য একজনের সঙ্গে নিজের জীবন যুক্ত করতে চান, আপনাকে অবশ্যই সেই অপরজনকে বুঝতে হবে। আমরা একে অন্যকে বোঝা বা অনুধাবনের বিষয়টি, পরস্পরের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ভাব বিনিময় থেকে পৃথক করতে পারি না।

কিভাবে আমরা পরস্পরকে অনুধাবন করতে পারি

প্রকৃত সত্য হল, আমরা নিজেদেরই সম্যক্‌রূপে বুঝতে পারি না, আর জীবন সাথীর কথা তো ছেড়েই দিলাম। যিরমিয় ভাববাদী বলেছেন ঃ "অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য্য, কে তাহা জানিতে পারে?" (যিরমিয় ১৭:৯)। পরের পদে, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, যিরমিয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "আমি সদাপ্রভু অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করি, আমি মর্মের পরীক্ষা করি" (১০)। যেহেতু এটি সত্য, আমরা দায়ূদের ন্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে, বলতে পারি ঃ "হে ইশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও ;আমার পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও" (গীত সংহিতা ১৩৯:২৩)। ঈশ্বরের সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তাই হল প্রকৃত উপায়, যার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের বুঝতে পারি এবং বিবাহিত জীবনে পরস্পরকে বুঝতে শুরু করি। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের বা উভয়েরই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ না থাকে, তাহলে তারা কখনই পরস্পরকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারে না।

যাকোব আমাদের উপদেশ দিয়েছেন ঃ" যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে" (যাকোব ১: ৫)। অন্য কথায় বলা যায়, আপনি হয়ত আপনার স্ত্রীকে/স্বামীকে বুঝতে পারেন না কিন্তু ঈশ্বর পারেন । যখন আপনি অনুভব করেন যে ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে,

আপনি আপনার জীবন সাথীকে বুঝতে পারছেন না - তখন ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান যাচ্ঞা করুন , যে জ্ঞান আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনার নেই।

দুই অধ্যায়
একটি আত্মিক কম্পাস (দিঙনির্ণয় যন্ত্র)

আদি পুস্তক কে বলা হয় সূচনার পুস্তক । এটাই হল "আদি" শব্দের অর্থ । আদি পুস্তকে ঈশ্বর আমাদের অনেক কিছুর সূচনা সম্পর্কে বলেছেন কারণ ঈশ্বর চান যে, আমরা তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে, সেই সব কিছুর অনুধাবন করব । মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সর্বপ্রথম কথাবার্তা, আদি পুস্তকের তিন অধ্যায়ে নথিভুক্ত করা হয়েছে । সৃষ্টিকর্তার নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করার পরেই, ঈশ্বর আদম ও হবার সঙ্গে কথা বলেছিলেন । তাঁদের অবাধ্যতার দ্বারা তাঁরা ভালমন্দের জ্ঞান লাভ করেছিলেন , সেই জন্য তাঁরা নিজেদের লুকিয়ে ছিলেন কারণ তাঁরা নিজেদের অপরাধ - অনুভব করে লজ্জিত হয়েছিলেন ।

আমরা পাঠ করি, ঈশ্বর উদ্যানের মধ্যে তাঁর বিদ্রোহী জীব গুলির অন্বেষণ করেছিলেন এবং যখন তিনি তাঁদের খুঁজে পেলেন, তিনি তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। এখন, যখন সৃষ্টিকর্তা , তাঁর সৃষ্ট মানুষ কে প্রশ্ন করছেন, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ঐ প্রশ্নের উত্তর জানেন না। মানুষ যেন চিন্তা করতে পারে, সেই কারণেই তিনি তাদের প্রশ্ন করেছিলেন । আমার মনে হয় ঈশ্বরের এই প্রশ্নগুলি, " আত্মিক কম্পাসের" ন্যায়। যেহেতু আমাদের বিবাহ কার্যকরী করার জন্য বাইবেল সম্মত রণকৌশল, সেই বিবাহের দুজন মানুষকে নিয়ে শুরু হয়, আমি আপানার আটটি প্রশ্নের কথা জানাতে চাই, যেগুলি বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন এবং যে গুলি বিবাহিত মানুষকে নিজেদের ও পরস্পরকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে ।

বাইবেলে দেখা যায়,পতিত মানুষের জন্য ঈশ্বরের উল্লেখিত প্রথম বাক্য গুলি কতক গুলি প্রশ্ন । তাঁর প্রথম প্রশ্ন ঃ " তুমি কোথায় ? " (আদি ৩:৯ পদ) । এখানে প্রকৃত পক্ষে বলা হচ্ছে, " এখন তোমার যেখানে থাকার কথা, তুমি সেখানে নেই । অতএব তুমি কোথায় "? বিশেষ ভাবে প্রশ্নটিতে বলা হচ্ছে ঃ "তুমি কোথায় চিন্তা কর । কারণ এখন তোমার যেখানে থাকার কথা, তুমি সেখানে নেই " ।

আদম উত্তর দিলেন ঃ " আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি" (১০ পদ)। অন্য ভাবে বলা যায়, " আপানার রব শুনে আমি ভীত হলাম । আমি জানি এবার আমার উলঙ্গতা প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং আমি প্রকাশিত হতে চাই না ।"

এটি মানব প্রকৃতির এক সঠিক বর্ণনা, আগে ছিল এবং আজকের দিনেও তা দেখা যায়। আপানার কি কখনও কখনও মনে হয় যে আপনার কোন এক স্থানে থাকার কথা অথচ আপনি সেখানে থাকেন নি ? হয়ত আপনি মনে করেছেন যে ঈশ্বর আপনাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "তুমি কোথায়"? হতে পারে আমরা যেটাকে বলি অস্তিত্বের সঙ্কট", সেই বিষয়ে ঈশ্বর, আদি পুস্তকের এই তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের বলেছেন এটা কি সম্ভ ব, সেদিনের মতো আজও ঈশ্বর আমাদের সেই আশ্চর্য কথা বোঝাতে চাইছেন যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমরা কোথায় আছি, সে বিষয়ে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে, আমাদের অনুসন্ধান করছেন, কারণ তিনি যেখানে চান, সেখানে আমাদের তিনি দেখতে পাচ্ছেন না ।

ঈশ্বর মানুষকে যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করছেন, সেটা হল, "কে তোমাকে বলিল ?" বিশেষত "কে তোমাকে বলিল যে তুমি উলঙ্গ ?" (১১) । ইব্রীয় ভাষায় এর আক্ষরিক অর্থ, "কে তোমাকে জানাল যে তুমি উলঙ্গ?" আদম ও হবা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করেছিল, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বারা ঈশ্বর তাদের সেখানেই ফেরার নির্দেশ করেছেন । তারা যখন সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করণ আমরা দেখি আমরা পাঠ করি " তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল, এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা উলঙ্গ, আর ডুমুর বৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করিয়া লইলেন" (৭ পদ)

এখন ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "যখন তোমরা জানলে যে তোমরা উলঙ্গ, কে তোমাদের জানাল যে তোমরা উলঙ্গ?" উত্তর হল, ঈশ্বর নিজেই তাদের জানিয়ে ছিলেন যে তারা উলঙ্গ কারণ তিনি তাদের ভালবাসতেন । সে দিন এবং আজকের দিনেও আদম ও হবার সঙ্গে ঈশ্বরের এই কথাবার্তা, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার এক সুন্দর বর্ণনা । ঈশ্বরই তাদের চক্ষু খুলে দিয়ে ছিলেন কারণ তারা কি করেছিল, সেটা তিনি তাদের জানাতে চেয়েছিলেন এবং তাদের যেখানে থাকা উচিত, তারা যে সেখানে নেই, এই বিষয়ে তাদের কিছু করতে বলেছিলেন। আজকের দিনে ঈশ্বর ঠিক সেইভাবেই আমাদের ভালবাসেন ।

ঈশ্বরের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন, তাদের পাপ স্বীকার করতে পরিচালিত করেছিল। তৃতীয় প্রশ্নটি হল ঃ "যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ ?" (১১ পদ) । আমি বিশ্বাস করি এই বৃক্ষগুলি রূপকাকারে বলা হয়েছে। আমি বলছি না যে সেগুলির কোন পৌরাণিক ব কাল্পনিক অর্থ আছে । রূপক হল এমন এক কাহিনী, যার মধ্যে মানুষ, স্থান ও বস্তুর এক গভীরতর অর্থ থাকে - অনেক সময় সেই অর্থ নৈতিক ও আত্মিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। আপনি কি কখনও সদ্‌সদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ দেখেছেন? আপনি কি কখনও জীবনবৃক্ষ দেখেছেন? আপনি কি কখনও কোন কণ্ঠস্বর কে হাঁটাচলা করতে দেখেছেন বা শুনেছেন? এটা অবশ্যই রূপক ভাষা এবং এটা কি সত্য শিক্ষা দিচ্ছে ?

এই সব রূপক বৃক্ষের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর সহজভাবে বলছেন যে ঃ " আমি তোমাকে এ জগতে রেখেছি এবং আমি তোমার থেকেও ভালভাবে তোমার প্রয়োজনগুলি জানি । আমি এই বৃক্ষগুলির মধ্য দিয়ে, তোমার সমস্ত অভাব মেটাতে চেষ্টা করো।"

আমরা দেখি যে ঈশ্বর প্রধান্য অনুসারে এই বৃক্ষগুলি রোপণ করেছিলেন, (আদি ২:৮ - ৯)। প্রথমতঃ এই বৃক্ষগুলি তাদের চোখের ক্ষুধা মেটাবে। বাইবেলে, চোখ মনের কিভাবে আপনি সব কিছু দেখেন, তার প্রতিনিধিত্ব করে । যীশু বিশেষভাবে বলেছেন ঃ "তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময় হইবে । কিন্তু তোমার চক্ষু (যে ভাবে আপনি দেখেন) যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে।" (মথি ৬: ২২, ২৩ পদ) । আমরা কিভাবে বিভিন্ন বস্তু দেখি, সেটাই আমাদের শরীর আলোকিত, কি অন্ধ কারাচ্ছন্ন, সেই পার্থক্য সূচিত করে । আদি পুস্তকের এই স্থলে, ঈশ্বর আমাদের রূপকার্থে বলছেন "আমার পক্ষে, তোমাদের সব থেকে বড় প্রয়োজন হল, তোমরা কি ভাবে দেখবে, সেটাই তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া।"

ঈশ্বর বলেছিলেন যে উদ্যানের বৃক্ষগুলি তাদের খাদ্যের অভাব মেটাবে। এটা মানুষের যা প্রয়োজন বা মানুষ যা চায়, সেইসব বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে । বহু শতাব্দী পর যীশু যা বলেছিলেন, এখানে রূপকার্থে সেইকথাই তিনি বলছেন ঃ "মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে" (মথি ৪ : ৪ পদ) । আপনারা দেখছেন, কি ভাবে বিভিন্ন বস্তু দেখতে হবে , আমরা যদি প্রথমে তা ঈশ্বরকে দেখাতে দিই, তাহলে এই বৃক্ষগুলি যার প্রতিনিধিত্ব করছে সেই সবের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্যান্য সকল অভাব পূরণ হবে।

যখন আদম ও হবা পাপ বললেন, তারা এই বৃক্ষগুলির প্রাধান্য অগ্রাহ্য করেছিলেন । তাঁরা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করেছিলেন কারণ প্রথমে সেটি সুখাদ্যদায়ক এবং পরে সেটি চক্ষুর লোভজনক (আদি ৩:৬)। ঈশ্বরের এই প্রাধান্য ভঙ্গ করার জন্য, শেষ পর্যন্ত তাদের সেই উদ্যান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল । ঈশ্বরের বাক্য আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি ভাবে এক সঙ্গে বাস করতে হবে, তা প্রর্দশন করে। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে শাসিত ও পরিচালিত হতে অস্বীকার করি, তাহলে আজকের দিনে, ঐসব প্রাধান্য ভঙ্গ করার জন্য আমাদের পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে প্ররোচিত করে, এবং সম্ভবতঃ পারমানবিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে এবং এই গ্রহ থেকেও আমাদের বহিষ্কার করতে পারে ।

এই নিগূঢ়, উদ্দীপ্ত রূপকে, ঈশ্বর আমাদের বলছেন ঃ "আমি মানুষকে এ জগতে রেখেছি এবং অন্ধকারের মধ্যে পরিত্যাগ করি নি । আমি তাকে আমার বাক্য প্রদান করেছি, কিন্তু

যখন সে আমার বাক্যের মধ্য দিয়ে আমার রব শোনে, আমার কণ্ঠস্বর তাকে অসহিষ্ণু করে তোলে সে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করে কারণ , তার উলঙ্গতা বা তার অভাব প্রকাশ করে দেয়। যদি সে তার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, আমরা বাক্য প্রয়োগ না করে, তাহলে সে তার সমগ্র জীবনে নিজেকে, আমরা কাছ থেকে এবং আমার বাক্যের সত্য থেকে লুকিয়ে রাখবে। ঈশ্বর বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "তুমি কি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছ?" যার অর্থ, "তুমি কি উত্তরের জন্য ভ্রান্ত দিকে দৃষ্টিপাত করছ?

আপনি হয়তো ভাবছেন, "এসবের সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক কি?" এটি আমাদের বাইবেলসম্মত বিবাহের আলোচনায়, প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা যায়। আপনার কি স্মরণে আছে, বিবাহ ও পরিবার সম্বন্ধে এই আলোচনার প্রারম্ভে , আপনি আপানাদের সে কোন বিবাহের চারটি সমস্যার ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছিলাম ঃ—

— এক নম্বর সমস্যার ক্ষেত্রটি হলেন স্বামী,
— দুই নম্বর সমস্যার ক্ষেত্রটি হলেন স্ত্রী,
— তিন নম্বর সমস্যার ক্ষেত্রটি হলেন স্বামী ও স্ত্রী এবং
— চার নম্বর সমস্যার ক্ষেত্রটি হল, সন্তান-সন্ততি ।

আমি আপনাদের আরও বলেছিলাম, আমাদের বিবাহের ঐ দুইজন ব্যক্তিকে নিয়ে, আমাদের বিবাহ সম্পর্কীয় আলোচনা শুরু করতে হবে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তির জন্য আপনি নিজে কিছু করতে পারেন বা যার জন্য আপনি দায়িত্বশীল - অর্থাৎ নিজের জন্য ।

এই প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর, এই প্রশ্নগুলি "এক আত্মিক কম্পাসে" পরিণত করে, যার সাহায্যে, ব্যক্তি হিসাবে স্বামী ও স্ত্রীর যেখানে থাকা উচিত, সেখানে তাদের থাকতে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর সেটাই, বিবাহের অংশীদাররূপে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুস্বাস্থ্যদায়ক, শক্তিশালী ও স্থায়ী করে তোলে ।

পরবর্তী প্রশ্নটি আলোচনা করার পূর্বে, আমি আপনার বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে, আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। "আপনি কি আপনার বিবাহের নির্দেশাবলী সংস্কৃতি থেকে অথবা শাস্ত্র থেকে গ্রহণ করছেন?" আর এক ভাবেও এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা যায় ঃ "আপনি কি বিবাহের প্রাথমিক পরিকল্পনার লাভের জন্য সঠিক বৃক্ষের অথবা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করছেন?" আর একটি প্রশ্ন হল ঃ "যদি সংস্কৃতি থেকে আপনি আপনার বিবাহের প্রাথমিক পরিকল্পনা পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনার বিবাহ ও পরিবার কতটা সুস্থ?"

সদের মঙ্গলের জন্যই তিনি চেয়েছিলেন। আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে আমাদের পাপ

স্বীকার করি, তখন আমরা তাঁকে যা কিছু বলি, সেটা তাঁর অজানা নয়। আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলের জন্য নয় কিন্তু আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত তাঁর কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করি। কোন মানুষই সম্পুর্ণ শুদ্ধ নয় এবং সম্পূর্ণ শুদ্ধ বিবাহ বলেও কিছু নাই। ব্যক্তিগত ভাবে এবং বিবাহিত দম্পতি হিসাবে, আমাদের প্রয়োজন, যেন ঈশ্বর আমাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ঃ "তুমি এ কি করিলে?" তারপর আমরা যা কিছু করেছি, ঈশ্বরের সঙ্গে একমত হয়েই তা বলতে হবে। ঈশ্বর আমাদের কাছে অঙ্গীকার করেছেন যে, যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করবেন এবং আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা থেকে এবং বিবাহিত জীবনে আমরা যে পাপ করেছি, সেই পাপ থেকে শুচি করবেন, (১ যোহন ১:৯ পদ)।

আদি পুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়ে, আমরা আর একটি নিগূঢ় প্রশ্ন দেখতে পাই, যে প্রশ্নটি সদাপ্রভুর দূত হাগারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হাগার ছিলেন অব্রাহাম ও সারার একজন পলাতক দাসী। স্বর্গদূত তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "তুমি কোথা হইতে আসিলে? এবং কোথায় যাইবে?" (আদি ১৬:৮ পদ)।

আমি জানি না, আপনার জীবন ও বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বরের ইচ্ছা বিষয়ে, আপনি চিন্তাভাবনা করেন কিনা এবং যদি করেন, তাহলে ঈশ্বরও নিশ্চয় আপনাকে মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এটা এমন একটি প্রশ্ন, যেটি এক নূতন বৎসর শুরু করার পূর্বে, পুরাতন বৎসরের শেষ দিকে, ঈশ্বর আমাদের জিজ্ঞাসা করে থাকেন। বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের বিবাহবার্ষিকীতে, ঈশ্বরের সঙ্গে নির্জন কথাবর্তা বলার জন্য এটি একটি উত্তম প্রশ্ন?

এই প্রশ্নের মূল কথা হল; যতক্ষণ না আমরা একটা পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আসি, আমরা যেখানে থেকে আসি, সেখানেই যেতে থাকি যতক্ষণ না কিছু একটা ঘটে, আমরা একই বিষয়ে আরও চিন্তা করতে থাকি। আপনি কি কখনও জীবনের সেই স্থানে পৌঁছেছেন, যেখানে আপনার এই এই চিন্তা ভাবনা, এক অসহনীয় চিন্তায় পর্যবসিত হয়েছে?

বাইবেলে আমাদের নিজেদের পরিবর্তন করার কথা কখনও বলা হয় নি। বাইবেলে আমাদের কয়েকটি শর্ত পূরণের কথা বলা হয়েছে এবং তারপর ঈশ্বরই আমাদের পরিবর্তিত করবেন যীশু বলেছেন, আমাদের অবশ্যই নূতন জন্ম গ্রহণ করতে হবে (যোহন ৩:৩ - ৫ পদ)। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের আত্মিক জন্ম দান করবো, এ কথা আমাদের বলা হয়নি। জন্ম আমাদের এক নিষ্ক্রিয় অভিজ্ঞতা। আমরা এক নির্দিষ্ট বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের জন্ম হয়। আমাদের আত্মিক জন্মের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। আমাদের নূতন জন্ম হয়। আমাদের মনের নবীকরণ দ্বারা আমরা পরিবর্তিত হই (রোমীয় ১২:১,২ পদ)।

খ্রীষ্টের নূতন জন্ম প্রাপ্ত অনুগামীগণ পরিবর্তিত মানুষ তারা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এক অনন্ত অবস্থার প্রতি অগ্রসর হচ্ছে, যখন তারা চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হবে (২ করিন্থীয় ৫ : ১৭; ৩:১৮; ১ করিন্থীয় ১৫: ৫১)। আমরা পরিবর্তিত হচ্ছি, এর অর্থ এই নয় যে আমরা জীবন ও বিশ্বাসের যাত্রাপথে, যেখানে থেকে যাত্রা শুরু করেছি সেখানেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। অতীত আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের কোন পূর্ব সংকেত দিতে পারে না। যদি আপনি আপনার বিবাহিত জীবনে বা জীবনের অভিজ্ঞতায় দশ বৎসর যে ভাবে কাটিয়েছেন, সেই একই চিন্তাভাবনা নিয়ে আরও দশ বৎসর কাটানোর চিন্তা সহ্য করতে না পারেন, তাহলে ঈশ্বরকে তা বলুন এবং তাঁকে আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রত্যাশা ও অর্নিবাপনীয় সুখানুভূতিতে পূর্ণ করার জন্য, আপনাকে পরিবর্তিত করতে বলুন।

আদি পুস্তকে একটি ষষ্ঠ নিগুঢ় প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে যেটি আমাদের ব্যক্তিগতভাবেও স্বামী স্ত্রী উভয়কে এক সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নটি হল, "তুমি কে?" (আদি ২৭:১৮,৩২)। আর একটি নিগুড় রূপকে, যাকোব ও এষৌ উভয়কে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল - "তুমি কে ?" যাকোব মিথ্যা কথা বলেছিল এবং এষৌ উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করেছিল।

বাইবেলে এই প্রশ্নটি বহুবার করা হয়েছে। যোহন লিখিত সুসমাচারে, এই প্রশ্নটি, যীশুর পূর্বসূরী যোহন বাপ্তাইজককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন, " আপনি কে ? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন ?" (যোহন ১:২২ পদ)।

যোহন, যিশাইয় ভাববাদির বাক্য দ্বারা উত্তর দিয়েছিলেন : আমি " প্রান্তরে একজনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর " (২৩ পদ)। এটি একটি সহজ ও সরল উত্তর। তিনি হয়তো আরও বলতে পারতেন ; "এটাই হল আমি কে, এটাই হল আমি কি এবং এটাই হল আমি কোথায়? এর থেকে বেশী কিছু হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এর থেকে কম কিছু হওয়ার কথাও আমি চিন্তা করতে পারি না। আমি কে, কি ও কোথায় আমার থাকার কথা, আমি তাই আছি। "

যীশু বলেছিলেন , এ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহান ব্যক্তি হলেন যোহন বাপ্তাইজক। তাঁর সম্পর্কে এই মহৎ বিষয়টি কি ? খুব সহজ উত্তর হল; তিনি জানতেন তিনি কে এবং তিনি জানতেন তিনি কে নন? ঈশ্বর প্রদত্ত গুণাবলির দায়িত্ব এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তাঁর কার্যভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতার সীমারেখা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি কে?" তিনি তাঁর সঠিক উত্তরটাও জানতেন।

আপনি কি জানেন আপনি কে? নিজের সম্পর্কে আপনার কি বলার আছে? যখন, দুইজন ব্যক্তি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহিত হয়ে, তাদের বিবাহিত জীবন নির্মাণ ও শক্তিশালী করতে চান, তাদের নিজেদেরকে নিয়েই শুরু করতে হবে। ঈশ্বরের সামনে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে তাঁরা যেরূপ তাদের বিবাহিত জীবন ও সেইরূপ সুখী ও পরিপূর্ণ হতে পারেন। যখন তাঁরা দুজনেই, যোহন বাপ্তাইজকের ন্যায় বলতে পারেন যে তাঁরা কে, তখনই তাঁরা উত্তম বিবাহ ও সুখী পরিবারের, ভিত্তি সৌধের প্রধান অংশটি গড়ে তোলেন ।

যখন আপনি আবিষ্কার করবেন যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রশ্ন করতে চান, আপনি দেখবেন সমগ্র পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্য দিয়ে তিনি তা করে গেছেন। যীশু, মথি লিখিত সুসমাচারে তিরাশীটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। যখন আপনি ব্যক্তিগত ভাবে, ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করার জন্য গড়ে উঠতে থাকবেন, তখন বাইবেলে আপনার পঠিত প্রশ্নগুলি, ঈশ্বর যেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন ।

সপ্তম নিগূঢ় প্রশ্ন হল ঃ "তুমি কি?" এই প্রশ্নটি প্রেরিত পৌলের এই বাক্যগুলির মধ্যে উহ্য ভাবে বলা হয়েছে ঃ "আমি যাহা আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি" (১ করিন্থীয় ১৫:১০ পদ)। তিনি করিন্থীয়দের আরও লিখেছেন ঃ "আর যাহা না পাইয়াছ এমনই বা তোমার কি আছে? আর যখন পাইয়াছ তখন যেন পাও নাই, এ রূপ শ্লাঘা কেন করিতেছ ?" (১ করিন্থীয় ৪:৭ পদ)। আমাদের স্বাভাবিক এবং আত্মিক সামর্থ, অনুগ্রহ দান, গুণাবলি ও জীবিকার সঙ্গে আমরা কি ভাবে সম্পর্ক যুক্ত ? এ সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে এগুলি দ্বারা আমাদের কে, কি ও কোথায় রূপে গড়ে তোলেন ।

পুরাতন নিয়মের শুরুতে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করছেন, "তুমি কোথায়?" পন্ডিতগণের প্রশ্ন, "তিনি কোথায়", দিয়ে নূতন নিয়ম শুরু করা হয়েছে (মথি ২:২) । যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রারম্ভে যীশু এক নিগূঢ় প্রশ্ন করছেন," তুমি কি চাও"? বা "তুমি কিসের অন্বেষণ করছ?" এটাই অষ্টম নিগূঢ় প্রশ্ন। যীশু যখন এই অষ্টম প্রশ্নটি করছেন তিনি আমাদের দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, যার উত্তর আমাদের প্রত্যেককেই দিতে হবে। আপনি কি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কে, কি এবং কোথায় হতে চান? এবং আমরা এ প্রশ্নগুলির কতকটা সঠিক উত্তর দিতে ইচ্ছুক আছি?

একটি অত্যুৎকৃষ্ট বদ্ধ সংস্কার

শাস্ত্র থেকে এই আটটি প্রশ্ন, অমাদের এক চূড়ান্ত আত্মিক বাস্তবতার প্রদর্শন করে । এ জীবনে ঈশ্বর আমাদের এক বিশেষ স্থানে রাখতে চান। ঈশ্বর আমাদের বিশেষ একজন করে গড়ে তুলতে চান। ঈশ্বর অমাদের বিশেষ কিছু করতে চান এবং এ জগতে তিনি আমাদেরও বিশেষ কিছু

করাতে চান। যখন উত্থিত, জীবন্ত খ্রীষ্ট, প্রেরিত পৌলের ন্যায়, আমাদেরও জীবনে প্রবেশ করেন, আমাদের অত্যুৎকৃষ্ট বদ্ধ সংস্কার হবে, যে উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের বন্দি করেছেন, সেই উদ্দেশ্যটিকেই বন্দি করা। তাঁর প্রতি আমাদের প্রতিদিনের প্রশ্ন হওয়া উচিত ঃ "প্রভু, তুমি আমাকে কি করাতে চাও?" কেবলমাত্র একটি স্থানে আমরা প্রকৃত আনন্দ পেতে পারি - যে স্থানটিকে প্রেরিত পৌল বলেছেন - "ঈশ্বরের উত্তম, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ" - (রোমীয় ১২: ২ পদ)। ঈশ্বরের সিদ্ধ ইচ্ছাতে আমরা নিজেদের স্থান, নিজেদের অস্তিত্ব ও নিজেদের অদ্বিতীয় আহ্বান লাভ করতে পারি ।

একটি আত্মিক কম্পাস

যেহেতু একটি কম্পাসে আটটি বিন্দু থাকে, আমাদের আলোচিত আটটি প্রশ্নকে আমি আমার আত্মিক কম্পাস বলে মনে করি। আমি সেগুলির প্রতি প্রায়ই দৃষ্টিপাত করি। এই প্রশ্নগুলির পরিবর্তন হয় না কিন্তু এর উত্তরগুলি অবিরত পরিবর্তিত হয়। এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর আছে এবং আপনি ও যার সঙ্গে আপনি বাস করছেন কেউই সুখী হবেন না, যতক্ষণ না সেই সঠিক উত্তরগুলি খুঁজে পাচ্ছেন। আপনার জীবনসাথীর সঙ্গে প্রশ্নগুলি আলোচনা করুন এবং তারপর ব্যক্তিগত বিশ্বাসী রূপে আপনার বিবাহে এবং আপনার পরিবারে ঐ উত্তরগুলি সম্পর্কে আপনার মনোভাব পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করুন।

পাঁচ দশক যাবৎ ভক্ত দম্পতিদের পরামর্শদান করার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, আমি বলতে পারি যদি স্বামী বা স্ত্রী অসুখী হন তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবনও সুখের হবে না। বিশ্বাসীদের মধ্যে অসুখী হওয়ার সবথেকে বড় একক কারণ হল, ঈশ্বরের এই সব প্রশ্ন ও অন্যান্যদের একই ধরনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে না পাওয়া।

আমি আপনাদের বিশেষভাবে বলতে চাই, বিবাহিত দম্পতি হিসাবে ঈশ্বরের সম্মুখে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান করে এবং পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে, ভাববিনিময়ের এক গভীর স্তরের অন্বেষণ করুন। তারপর আপনার স্বামী বা স্ত্রীর উত্তরটি শ্রবণ করুন। যদি আপনি তা করেন, তাহলে আপনার জীবনে ঈশ্বর যা করেন তা দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন ।

ভক্ত দম্পতির জন্য দুঃখজনক বিষয় হল, তারা জীবন কাটিয়ে যান কিন্তু কখনও এইসব বিষয় চিন্তা করেন না। অনেক বিশ্বাসী পরাজিত জীবনযাপন করছেন এবং তারা নিজেরাই তা জানে না। যদি আপনি আপনার আত্মিক জীবনের গুণাবলি সম্পর্কে সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহলে গুরুত্ব সহকারে এই প্রশ্নগুলি দিয়ে চিন্তা করুন, যেন ঈশ্বর এই প্রতিটি প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করছেন। এই প্রশ্নগুলি এবং তাদের উত্তর, আপনার জীবন সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারে । যখন একজন ভক্ত স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা ঘটে, খ্রীষ্টে তাদের ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা তাদের পরিবর্তিত করে এবং তাদের বিবাহে জীবন সঞ্চারিত করে।

তিন অধ্যায়
একত্বের আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তি

আদি পুস্তকের সৃষ্টির বিবরণে আমরা পাঠ করি যে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট সকল বস্তু দেখলেন এবং বললেন, "উত্তম।" কিন্তু তারপর তিনি কিছু একটা দেখে বললেন "ভাল নয়"। তিনি বললেন, "মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়" (আদি ২:১৮ পদ) সেইজন্য ঈশ্বর আদমের একজন সাহায্যকারিণী সৃষ্টি করলেন এবং তাঁরা দুজনে "একাঙ্গ" হলেন ।

ঈশ্বরের দৈহিক সম্পর্ক সৃষ্টির বিষয়ে আমাদের প্রথম যে কথা মনে রাখতে হবে, সেটি হল, ঈশ্বর প্রজননের জন্য দৈহিক সম্পর্কের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঈশ্বর আদম ও হবাকে আদেশ করেছিলেন , "তোমরা ফলবান ও বহুবংশ হও" (আদি ১:২৮) । আমরা এটাও শিখেছি যে ঈশ্বর বিবাহের পরিকল্পনা করেছিলেন যেন জগত উত্তম মানুষের বাসভূমি হয়ে উঠে । তিনি শুধুমাত্র মানুষ দিয়ে নয় কিন্তু ভাল মানুষ দিয়ে জগৎ পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন । আর সেটি ঘটাতে হলে পিতামাতাকে সুস্থ, পরিণত মানুষ হতে হবে । তাঁদের জীবনসাথী রূপে শক্তিশালী হতে হবে , যেন তাঁরা শক্তিশালী পিতামাতা হতে পারেন এবং তারপর তাঁরা বিবাহ ও পরিবারের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী মানুষ উৎপাদন করতে পারেন । অতএব স্বাভাবিকভাবে , ঈশ্বরের বাসনা ছিল এই যে বিবাহ ও পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে দৈহিক সম্পর্ক কার্যকরী হবে এবং তিনি প্রজননের জন্য দৈহিক মিলন সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রজনন ছাড়াও, ঈশ্বর চেয়েছিলেন, দৈহিক সম্পর্ক বিবাহিত দম্পতির অভিব্যক্তির মাধ্যম হবে । যখন বিবাহিত দম্পতির কোন দৈহিক সম্পর্কে সমস্যা দেখা দেয়, তখন সেই দৈহিক মিলনের সমস্যা বিশ্লেষণ করার পূর্বে, তাদের আত্মিক একাত্মতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে । তাদের পারস্পরিক ভাববিনিময় ও সামঞ্জস্য সাধনের অন্যান্য ক্ষেত্র গুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে । তাদের, প্রকৃত, খ্রীষ্টের ন্যায় ভালবাসা এবং পরস্পরকে অনুধাবনের বিষয়গুলিও চিন্তা ভাবনা করতে হবে । একমাত্র তখনই তাঁরা তাঁদের দৈহিক সম্পর্কের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারবেন।

এটা ঠিক নয় যে, আমাদের একত্বের আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তিরূপে, ঈশ্বর যে দৈহিক সম্পর্ক রচনা করেছেন, সেটি আমাদের একত্বের বাধা হয়ে দাঁড়াক। যদি আমাদের একত্বের শারীরিক অভিব্যক্তি ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপ হয়, তাহলে সেটি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দশ শতাংশ মাত্র। কিন্তু যদি দৈহিক সম্পর্ক তাঁর পরিকল্পনা রূপ না হয় তাহলে সেটি সম্পর্কের সমস্যার শতকরা নববই ভাগ হতে পারে। দৈহিক সম্পর্কের জন্য বিবাহ ভেঙ্গে যায় , কারণ যদি

দম্পতির মধ্যে একজন অতৃপ্ত থাকেন, তবে হয়ত এমন সময় তাঁদের জীবনে আসে, যখন তিনি অপর একজনের সঙ্গে মিলিত হন, যে তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত ঃ আমাদের একত্বের অভিব্যক্তি প্রকাশের আনন্দপূর্ণ উপায় হিসাবে, ঈশ্বর যা রচনা করেছেন, সেটাই আমাদের একত্বের সবথেকে বড় বাধা হয়ে, দেখা দিতে পারে। কেবলমাত্র মন্দ লোকই ঈশ্বর-রচিত, আমাদের একত্বের এই আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তিকে , একত্বের সবথেকে বড় বাধা করে তুলতে পারে।

যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শতকরা নব্বইভাগ দৈহিক সম্পর্কের সমস্যা থাকে, তাহলে তাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে, সেই সম্পর্ক স্থাপনের কালে, তাদের অভিব্যক্তি কিরূপ ? যদি তাদের মধ্যে কোন আত্মিক একাত্মভাব কোন ভাববিনিময়, কোন প্রেম, কোন বোঝাপড়া না থাকে, তাহলে তাঁরা কি অভিব্যক্তি প্রকাশ করবেন ? যদি তাদের মধ্যে একত্বের এই গভীর স্তরগুলির কোনটিই না থাকে তাহলে তাদের মধ্যে ঈশ্বর-রচিত দৈহিক সম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠবে ? যদি তাদের মধ্যে প্রকৃত একত্বের অভিব্যক্তি না থাকে, তাহলে তাদের দৈহিক সম্পর্ক, পশুর দৈহিক সংগ্রামে পর্যবসিত হয়।

দৈহিক সংগ্রামে, আপনি কি আপনার জীবনসঙ্গীর পরিতৃপ্তির প্রতি সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকেন ? এইরূপ দায়বদ্ধ তাই দৈহিক সম্পর্ককে ঈশ্বরের অভিপ্রেত রূপ দান করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, তাদের বিবাহের জন্য ঈশ্বর রচিত "প্রেমের বন্ধনে" তারা যদি আবদ্ধ না হন, তাহলে তাদের সেই শারীরিক সম্পর্ক কখনও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে "অতি উত্তম" হতে পারে না। আরও একভাবে বলা যায়, তাদের আত্মিক একত্বের মাত্রাই, তাদের বিবাহের দৈহিক একাত্বের বৈশিষ্ট্য স্থির করে দেবে ।

ঈশ্বর, বিবাহিত দম্পতির প্রজনন ও অভিব্যক্তির মাধ্যমরূপে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু তিনি দৈহিক সংগমের মধ্য দিয়ে আনন্দও দিতে চান। আমি জানিনা কোথায় এটা শুরু হয়েছিল। অনেকে বিশ্বাস করেন যে ইংলন্ডে ভিকটোরিয়ান যুগে এই ধারণার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু পূর্বকালে অনেক খ্রীষ্টীয়ানের ধারণা করতেন যে দৈহিক সংগমের সুখানুভূতি ভাল নয়। তাঁদের মতে ঈশ্বর দৈহিক সম্পর্কের কথা কখনও কিছু বলেন নি ।

এই বাইবেল বিরোধী ধারণাটি দূর করা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ , আমি সম্ভবত আপনাদের তা বোঝাতে পারব না। যখন কোন পরুষ বা নারী প্রকৃতই বিশ্বাস করে যে দৈহিক সংগম ভাল নয় অথবা পবিত্র, পূত; আমরা কখনও অন্যভাবে বিশ্বাস করব না বা আমাদের সন্তানদের অন্য কোন ধারণা প্রদান করব না। এটা অবশ্য একটা চ্যালেঞ্জ। যদি আপনারা, আপনাদের ছেলেদের বা মেয়েদের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত কুমার বা কুমারী রাখতে চান, তাহলে দৈহিক সম্পর্ক মন্দ - এই ধারণা তাদের না দিয়ে, তাদেরকে সংযমী হতে উৎসাহিত করা খুবই কঠিন।

সৃষ্টির বিবরণ থেকে শুরু করে, বাইবেলে আমাদের দৈহিক সম্পর্ক ভাল- একথাই বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, শলোমনের পরমগীত বাইবেলের অন্যতম অপূর্ব গ্রন্থ। আমার মত এই যে শাস্ত্র বিধিতে এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হল, এটাই প্রদর্শন করা, যে দৈহিক সংগম সুন্দর এবং ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট। শলোমনের পরমগীতে যে দৈহিক সম্পর্কের বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি এক অতি অপূর্ব জিনিস। সেখানে এর একটা রূপকও বলা হয়েছে যে এটা মন্ডলীর জন্য খ্রীষ্টের এবং ইস্রায়েলের জন্য যিহোবা ঈশ্বরের ভালবাসার চিত্র প্রদর্শন করে। এটা এর অপ্রধান প্রয়োগ। এই পুস্তকের প্রাথমিক প্রয়োগে আমাদের বলা হচ্ছে যে দৈহিক সংগম ভাল।

দৈহিক সম্পর্ক সুন্দর। ঈশ্বর এটি রচনা করেছেন যেন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটা পবিত্র, পূত, উত্তম, ভালবাসার আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তি গড়েওঠে। বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য যে কোন দৈহিক সংগমের ধারণা যদি দৈহিক প্রেমের এই বর্ণনার সমকক্ষ না হয়, তাহলে সেটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না, কিন্তু সেই মন্দজন অর্থাৎ শয়তানের কাছ থেকে আসে।

বিবাহের ক্ষেত্রে দৈহিক মিলনের সম্পর্কে আপনার আকাঙ্খা ও দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ? দ্বিতীয় বিবরণ ২৪ : ৫ পদে একটি যিহুদী নিয়মের কথা বলা হয়েছে , যে নিয়মানুসারে নব বিবাহিত দম্পতিকে বিশেষ সুযোগ দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে ঃ "কোন ব্যক্তি নূতন বিবাহ করিলে সৈন্যদলে গমন করিবে না এবং তাহাকে কোন কর্মের ভার দেওয়া যাইবে না ; সে এক বৎসর পর্যন্ত আপন গৃহে নিষ্কর্মা থাকিয়া, যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার চিত্তরঞ্জন করিবে।"

অধিকাংশ পন্ডিতগণ মনে করেন যে "চিত্তরঞ্জন" কথাটির অর্থ হল, স্বামী তার স্ত্রীকে দৈহিক সুখ বা দৈহিক মিলনের আনন্দ প্রদান করিবে। অন্যভাবে বলা যায় এই নিয়মে এক বৎসর মধুচন্দ্রিমা যাপনের কথা বলা হয়েছে। আপনি কি মনে করেন দৈহিক সম্পর্কে ঈশ্বরের অনুভূতি এই মন্তব্য দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে ?

নূতন নিয়মে স্বামী ও স্ত্রীকে বিবাহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও দৈহিকমিলনের পবিত্রতা রক্ষাকরার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। "সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল [হউক]; কেননা ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন" (ইব্রীয় ১৩ : ৪)। এখানে ঈশ্বর আকস্মিক দৈহিক সম্পর্ককে নিষেধ করছেন কিন্তু বিবাহকে আদরণীয় ব্যবস্থারূপে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং বিবাহিত দৈহিক সম্পর্ককে পবিত্র বিমল সম্পর্ক বলছেন ।

আপনি প্রথম করিন্থীয় ৭ : ১ - ৭, হিতোপদেশ ৫ : ১৫ - ২০ এবং শলোমনের পরমগীত পাঠ করে উপকৃত হবেন। শাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদগুলি বিবেচনা করুন, এবং তারপর

নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, দৈহিক সম্পর্কের বিষয়ে আপনার আকাঙ্খা ও দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ হওয়া উচিত। দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় বলা হয় যে আমাদের সর্বপেক্ষা প্রধান দৈহিক সংগমের অঙ্গ হল, আমাদের মস্তিষ্ক ।

আমি পূর্ব অধ্যায়ে, আদি পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে যে বৃক্ষের উপমাটি বর্ণনা করেছি, আপনি সেই উপমাটি দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন। আমরা একটা দৈহিক কামনা নিয়েই সৃষ্ট হয়েছি, কিন্তু আপনার সবথেকে বড় যে প্রয়োজনটি আপনি ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করবেন, সেটি আপনার চক্ষুর প্রয়োজনীয় অথবা আপনার দৈহিক সংগমের উদ্দেশ্য, স্থান ও কাজ প্রদর্শন করার আবেদন জানাবেন। যদি আপনি এই প্রয়োজনটিকে সর্বপ্রথমে রাখেন, তাহলে ঈশ্বর আপনাকে ও আপনার জীবন সঙ্গীকে, পরস্পরকে ভালবাসার যে আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তির উপায়গুলি প্রদান করেছেন, সেগুলি আপনার অগোচরে থাকবে না। যদি আপনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে তা করেন, তাহলে আপনি দৈহিক মিলনের মধ্যে দিয়ে সমস্ত পরিতৃপ্তি লাভ করবেন। কিন্তু আপনি যদি আপনার দৈহিক আকাঙ্খার পরিতৃপ্তিকে প্রথম স্থানে রাখেন বিশেষতঃ বিবাহ পরিস্থিতির বাইরে রাখেন, তাহলে আপনাকে তার ফলাফল ভোগ করতে হবে ।

শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে আমরা বিভিন্ন জিনিস অবলোকন করব। দৈহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্খা কিরূপ হবে, তা যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা দেখব যে, ঈশ্বর দৈহিক সম্পর্ক রচনা করেছেন, যেন আমরা বিবাহ ও পরিবারের ন্যায় ঈশ্বর - অভিষিক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করি।

আপনি কোথা থেকে দৈহিক সংগমের জ্ঞান লাভ করবেন? যদি আপনি আপনার সংস্কৃতি থেকে ইঙ্গিত পান, তাহলে আপনি সুখী বিবাহ ও খ্রীষ্টীয়ান পরিবার গঠনের সহায়ক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন না। তাহলে কোথা থেকে আপনি সেই বিষয়ে ইঙ্গিত পাবেন ? শিক্ষাবিদ্দের কাছ থেকে? চিকিৎসকের কাছ থেকে ? সরকারের কাছ থেকে অনেক মানুষ বলেন যে গৃহেই দৈহিক সম্পর্কের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা সেই গৃহ তৈরী করেন তাঁদের কে উপদেশ দেবেন? কোথায় বিবাহিত দম্পতিকে দৈহিক সংগমের বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে?

সবশেষে আমি বলতে চাই, যদি মন্ডলী তাদের তা না বলেন, তাহলে আর কেউ বা অন্যকেই প্রকৃত পক্ষে তা বলতে পারেনা। যদি আপনি মন্ডলী থেকে তা না শেখেন, তাহলে কোথাথেকে আপনি সততার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের সত্য স্থান ও উদ্দেশ্য শিখতে পারবেন?

বিবাহ ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং শাস্ত্রে সেকথা লিখিত আছে। দৈহিক সম্পর্কেও একথা সত্য। যখন আপনি শাস্ত্র থেকে শলোমনের পরমগীত পাঠ করেন, আপনি বুঝতে পারেন যে ঈশ্বর দৈহিক সম্পর্কে নীরব থাকেন নি। অতএব প্রচারকগণও এ বিষয়ে নীরব থাকবেন না ।

আমি অনেক সময় বলেছি, যখন কোন প্রচারক শলোমনের পরমগীত থেকে প্রচার করবেন, তাঁর মাথার চুল সাদা হওয়া উচিত। যখন যুবাকালে আমি পরিচর্য্যা বিভাগের ছাত্র ছিলাম, এক জন সাদা মাথার বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাদের দৈহিক সম্পর্কে বলতে আসতেন। তাঁর অতি জ্ঞান গর্ভ ও সাহায্যপূর্ণ কথার পর, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কখন দৈহিক আকাঙ্খা ফিকে হতে থাকে? কখন সেই চাহিদা শক্তির শিখা নিভে যেতে থাকে ?" তিনি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে আমাকে বললেন, "আমার এ বিষয়ে সামান্যতম ধারণাওনেই।" তিনি বিরাশি বৎসরের এক বৃদ্ধ! তাহলে আপনি দেখছেন, একত্বের আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তি উপভোগ করার জন্য আপনাকে যুবক হতেই হবে, এমন নয়।

স্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলনের তৃপ্তির জন্যই, ঈশ্বর দৈহিক সম্পর্ক রচনা করেছেন । পরিসংখ্যার হিসাব অনুসারে বহু নারী কখনই পরিতৃপ্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেন না। আমি বিশ্বাস করি এই পরিতৃপ্তির অভাবের দুটি কারণ আছে- স্বার্থপরতা এবং স্বামীর প্রতি অজ্ঞতা ।

১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় প্রেমের যে ১৫টি ধর্মের (গুণের) কথা বলা হয়েছে, যে গুলি আমি এই দুটি পুস্তিকার প্রথমটিতে উল্লেখ করেছি, সেই সব গুণাবলিই "অদ্ভুত" ধরনের ।ইংরাজী eccentrical" শব্দের অর্থ হলো "ভিন্নকেন্দ্র সংক্রান্ত"। যেহেতু আমরা সকলেই পাপী, বিশ্বাসী হওয়ার পূর্বে, আমাদের কেন্দ্র ছিল আত্ম । কিন্তু যখন আমাদের নূতন জন্ম হয়, খ্রীষ্ট তখন আমাদের কেন্দ্রে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য যারা আমাদের জীবনের সান্নিধ্যে আসেন, তাঁরাও কেন্দ্রস্থলে আসেন। যখন আমরা বিবাহিত হই, আমাদের প্রধান "অন্যজন" হলেন আমাদের স্ত্রী বা স্বামী। একজন পুরুষ ও রমণীর মধ্যে দৈহিক তৃপ্তির অভিজ্ঞতা লাভের জন্য, স্বামীকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত রূপে অন্যকেন্দ্রিক প্রেমিক হতে হবে।

একমাত্র যে সব মানুষ অন্যকেন্দ্রিক, তাঁরাই ঈশ্বর অভিপ্রেত দৈহিক সম্পর্কের পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেন। এর অর্থ স্বামী ও স্ত্রীকে ভাববিনিময় করতে হবে। পুরুষ ভাবেন, তিনি যা করছেন তারা দ্বারা স্ত্রীর মুক্তি ও পরিপূর্ণতা আসবে কিন্তু তাঁর প্রতি হয়তো বিপরীত ফল দেখা দেবে। স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে , যা সে চায় ও তার প্রয়োজনগুলি তাঁকে বলতে হবে। অনেক ব্যক্তির অতীতের নেতিবাচক দৈহিক সংগমের অভিজ্ঞাতা থাকে এবং তার ফলে তাদের দৈহিক মিলনে পরিতৃপ্তি লাভকরা কঠিন হয়ে যায়। আভ্যন্তরীণ আরোগ্যের জন্য, এইসব বিষয়গুলি প্রকাশ করা প্রয়োজন এবং তারপর দৈহিক পরিতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হয় ।

চার অধ্যায়
বাইবেলের বিবাহ-সংক্রান্ত অধ্যায়

প্রথম করিন্থীয় সাত অধ্যায়টি বিবাহের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে বাইবেলের এক অতি সুন্দর অনুচ্ছেদ। করিন্থীয় মন্ডলী একটি পত্রের মাধ্যমে তঁকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানের নিমিত্ত, পৌল এই বিষয়টি আলোচনা করছেন। আপনি উত্তর গুলি অধ্যয়ন করলেই, সেই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন।

২৬ পদে পৌল লিখছেন ঃ "আমার বোধ হয়, উপস্থিত সঙ্কট প্রযুক্ত ইহাই ভাল"। উপস্থিত সঙ্কটটি কি ছিল? আপাতভাবে সেটি ছিল ধর্মের জন্য উৎপীড়ণ। সেই সময়ে, প্রথম যুগের খ্রীষ্টীয়ানগণ ধর্মের জন্য উৎপীড়ণের মধ্যে বসবাস করতেন। এবং এরফলে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, যদি তোমার উৎপীড়িত, কারারুদ্ধ বা সিংহের মুখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তোমার স্ত্রী বা সন্তানাদি না থাকাই ভাল। বহু দেশে, বহু প্রজন্মে, ভক্ত দম্পতি যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত তাদের বিবাহের পরিকল্পনা দমন করে রাখতেন।

করিন্থীয়গণ, পৌলকে এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ "আমাদের যুবক যুবতীরা কি আজকের দিনে, স্বাভাবিক সময়ের মতো বিবাহ করবে?" পৌল উত্তর দিয়েছিলেন, "না"। এই অধ্যায়ের একাধিক স্থানে তিনি বলেছেন, "একা থাকাই শ্রেয়" এবং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, "উপস্থিত সঙ্কটের আলোকে"। তারপর তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, যদি তারা একাই থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে কি তারা দৈহিক সংস্পর্শে আসবে?" এবং পৌল বিশেষ ভাবে লিখছেন ঃ "না। যদি তোমরা বিবাহ করতে না চাও, তাহলে দৈহিক মিলনের উত্তেজনা প্রশমিত করাই শ্রেয়।"

পৌল লিখছেন যে, বর্তমান সঙ্কটের আলোকে, যুবক - যুবতীদের বিবাহ না করাই শ্রেয়। তারা যদি বিবাহ না করে, তাদের কোন দৈহিক সম্পর্ক হবে না। এটাই তাঁর প্রাথমিক মন্তব্যকে ব্যাখ্যা করছে যে, কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করাই ভাল। কি সুন্দর ভাবে তিনি বিবাহ সম্পর্কিত অধ্যায়টি শুরু করেছেন। পৌল অনুমতি দিয়ে বলছেন, যদি তারা নিজেদের দৈহিক কামনা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে তারা নিশ্চয় বিবাহ করবে কারণ সেই কামনায় পুড়ে যাওয়ার থেকে বিবাহ করা শ্রেয়।

কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই বিবাহিত, তাদের কি হবে? তারা কি স্বাভাবিক দৈহিক মিলনের জীবন যাপন করবে? পৌল, দুজন বিশ্বাসীর দৈহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে, এর উত্তর দিয়েছেন ঃ-

" আবার তোমরা যে সকল কথা লিখিয়াছ, তাহার বিষয়; - স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা মনুষ্যের ভাল; কিন্তু ব্যভিচার নিবারণের জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের নিজের ভার্য্যা থাকুক এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক। স্বামী স্ত্রীকে তাহার প্রাপ্য দিউক; আর তদ্রূপ স্ত্রীও স্বামীকে দিউক। নিজ দেহের উপর স্ত্রীর কতৃর্ত্ব নাই কিন্তু স্বামীর আছে; আর তদ্রূপ নিজ দেহের উপর স্বামীর কর্তৃত্ব নাই কিন্তু স্ত্রীর আছে। তোমরা একজন অন্যকে বঞ্চিত করিও না, কেবল প্রার্থনার নিমিত্তে অবকাশ পাইবার জন্য উভয়ে এক পরামর্শ হইয়া কিছুকাল পৃথক থাকিতে পার, পরে পুনর্ব্বার একত্র হইবে, যেন শয়তান তোমাদের অসংযমতা প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষায় না ফেলে। কিন্তু আমি আজ্ঞার মত নয়, কেবল অনুমতির মত এ কথা কহিতেছি" (১ করিন্থীয় ৭:১-৬)।

এটি বিবাহের জন্য প্রদত্ত এক অতি অপূর্ব পরামর্শ, যা খ্রীষ্টিয়ান দম্পতির দৈহিক মিলনের কথা বলে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একত্বের আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তি বিষয়ে পৌল যা লিখছেন, সেই বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তব্যঃ

দৈহিক আকাঙ্খা শক্তিশালী কিন্তু তা ধারণ করার জন্য বিবাহও যথেষ্ট শক্তিশালী বন্ধন। এটি বিবাহিত দম্পতিকে একটি ভারসাম্য যুক্ত এবং পরিতৃপ্ত দৈহিক মিলনের জীবন যুগিয়ে দেয়, যা করিন্থের ঐ দম্পতিদের তাদের ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির প্রলোভন থেকে রক্ষা করতে পারে।

তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে স্বামী অবশ্যই তার স্ত্রীকে তৃপ্ত করবে এবং স্ত্রীও তার স্বামীকে অবশ্যই তৃপ্ত করবে। অন্য ভাবে বলা যায়, স্বামী হবেন স্ত্রী কেন্দ্রিক এবং স্ত্রী হবেন স্বামী কেন্দ্রিক।

তাদের দৈহিক মিলন থেকে পৃথক থাকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তা অল্প সময়ের জন্য, যখন তারা প্রার্থনা ও উপবাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে। (সুবিদিত মাথা ধরা তাদের পৃথক থাকার কারণ হতে পারে না)। এখানে প্রধান নীতিটি হল, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তখনও ব্যক্তিগত ও পৃথক। যদিও তারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা নানা ভাবে পরস্পরকে জানাতে পারে এবং তাদের একত্বের ভিত্তিই হল ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ সম্পর্ক, তথাপি তাদের দম্পতি হিসাবে একসঙ্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না।

পারস্পারিক সম্পর্কের ধারণাও বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যারা বহু দিন থেকে বিবাহিত,

তাদের পরামর্শদান ক্ষেত্রে, দৈহিক সম্পর্কে একটা প্রশ্ন প্রায়ই দেখা যায়। "এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিকৃত কি ভ্রান্ত কিছু কি আছে?" আমি মনে করি, এর উত্তর হল, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কিছুই ভ্রান্ত নয়, যদি সেটা উভয়কে পারস্পরিক আনন্দ দান করে। "সঠিক কি?" এটা নয় কিন্তু "পারস্পরিক কি?" এটাই উপযুক্ত প্রশ্ন। লোকে, কত সময় অন্তর দৈহিক মিলন হয়, সেটা স্বাভাবিক বা মোটামুটি - এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করে। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক।

লক্ষ্য করুন, পৌল বলছেন, দৈহিক সম্পর্ক একটি পছন্দের বিষয়। এখানে স্বামী বা স্ত্রীকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তারা পরস্পরকে সুখ দেবে বা সেবা করবে। যখন আপনি অন্য কাউকে প্রেমের অঙ্গীকার করেন, আপনি তাঁর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনেরও অঙ্গীকার করেন। এটিকে অঙ্গীকার রূপেই ঈশ্বর রচনা করেছেন যেন এটি পারস্পরিক, মননশীল ও নিঃশর্ত হয়। যদি তারা দুজনেই অন্যের সুখ ও পরিতৃপ্তির জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হন, তাহলে তারা দৈহিক সম্পর্ক কার্যকরী করার চাবিটি লাভ করবেন।

পরামর্শদাতাকে স্বামীরা প্রায়ই বলেন, " আমার স্ত্রী দৈহিক সংগমে এতটুকু আগ্রহী হয়না। তাকে আগ্রহী করার জন্য আমি কি করতে পারি? এই একই অভিযোগ অনেক সময় অন্য ভাবে শোনা যায়"; আমার স্বামী দৈহিক সংগমে আগ্রহী নন। বিবাহিত দম্পতির একজন বা উভয়ের এই আগ্রহের অভাব, তাদের অন্য - কেন্দ্রিক হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামীর অন্য কেন্দ্রিক হওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন পুরুষ তাঁর স্ত্রীর মধ্যে ক্রমহ্রাসমান দৈহিক সংগমের আগ্রহ লক্ষ্য করেন, তাহলে নিশ্চিত হবেন যে তাঁর দৈহিক সম্পর্ক বিষয়ে ভালো শিক্ষালাভ হয়েছে। কেননা অনেক মানুষ দৈহিক সম্পর্কের বিষয়ে বড় বড় কথা বললেও, অনেক পুরুষ জননইন্দ্রিয় সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। দৈহিক মিলনের সময় আপনার স্ত্রী কি পরিতৃপ্তি বা চূড়ান্ত সুখ লাভ করেন? যদি তিনি কচিৎ কখনও বা একেবারেই তৃপ্ত না হন, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই যদি আপনি কখনও চূড়ান্ত সুখের অভিজ্ঞতা লাভ না করেন, তাহলে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ হবে? আমার মনে হয় এটি একটি সঠিক প্রশ্ন।

এখানেও সেই সোনালী বিধি প্রয়োগ করা যায়ঃ " সর্ব বিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদি গ্রন্থের সার" (মথি ৭ঃ১২)। এই সোনালী বিধানে নিজেকে অন্যের স্থানে বসাতে বলা হচ্ছে। যদি আপনি এমন স্বামী/স্ত্রী হন, যার শারীরিক সম্পর্ক বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই, তাহলে আপনার স্ত্রী/স্বামীর কাছ থেকে আপনি কি ব্যবহার আশা করবেন? আপনি এই

প্রশ্নের যে উত্তর পাবেন, সেইরূপ ব্যবহার করুন। কারণ এটাই একত্বের আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তির সোনালী বিধান।

বলা হয় যে পিতর ও পৌলের পত্রে, বিবাহের জন্য আদর্শ হলেন খ্রীষ্ট ও মন্ডলী। আদর্শ বিবাহের আমরা দুটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ মিলন দেখতে পাই, যে চিত্ত যীশু ও তাঁর মন্ডলীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এটি এক আত্মিক একত্বতা। সেই জন্য দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে যেমন একটা নিঃশর্ত ও পারস্পরিক ভাব থাকে, সেই সম্পর্কের একটা আত্মিক গুণও থাকা আবশ্যক। সেই আত্মিক গুণটি হলো উত্থিত, জীবন্ত খ্রীষ্টের নিঃস্বার্থ, অন্য কেন্দ্রিক ভালবাসা।

পাঁচ অধ্যায়
পৃথিবীর সাতটি আত্মিক আশ্চর্য

বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে আমি জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে বসে মধ্যাহ্নে আহার করছিলাম এবং যখন ঐ ব্যক্তি আমাকে বললেন যে তাঁর মণ্ডলী তাঁকে মণ্ডলীর পরিচালন সমিতিতে একজন প্রাচীন ও সভাপতির পদে মনোনীত করেছে। এবং তারপর তিনি বললেন ঃ "কল্পনা করতে পারেন? আমি কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান নই।"

অপর এক ব্যক্তি, যিনি আমাদের সঙ্গে আহার করছিলেন, তাঁকে বললেন ঃ "আপনি খ্রীষ্টীয়ান না হলে, এই ব্যক্তির মণ্ডলীতে কিন্তু প্রাচীন হতে পারতেন না।" তিনি উত্তর দিলেন ঃ "তাহলে আপনি সেই ব্যক্তি, আমি অনেক দিন থেকে যার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই, খ্রীষ্টীয়ান কি?

পাঁচমিনিট আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর, তিনি তাঁর হাতঘড়িটি দেখলেন এবং বললেন ঃ "দেখুন আমি আপনাকে সময়টা জিজ্ঞাসা করলাম, আর আপনি আমাকে ঘড়ি তৈরীর কথা বলছেন। আপনি কি আর পরিষ্কারভাবে আমার এই সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না?"

ঈশ্বর ঐ ব্যক্তিকে ব্যবহার করে, আমাকে দেখালেন যে ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমার আরও ভালভাবে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য আমি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করে, তার নাম দিলাম ঃ "পৃথিবীর সাতটি আত্মিক আশ্চর্য।" আমার উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষের যা জানা প্রয়োজন, তাদের তা বলা এবং পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাদের কি করা প্রয়োজন সেটাও তাদের জানিয়ে দেওয়া।

যখন আমি বিবাহ সম্পর্কে এই বাইবেল সম্মত দৃষ্টিভঙ্গির কথা আপনাদের কাছে বলছি, তখন আমি বুঝতে পেরেছি যে যীশুখ্রীষ্টের নূতন জন্মপ্রাপ্ত শিষ্য না হলে এগুলি গ্রহণ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব। যীশু বলেছেন, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা পরস্পরের উপযুক্ত সঙ্গী হতে পারিনা (মথি ১৯:৩-১১)। শলোমনও বলেছেন, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত আমরা পরস্পরের উপযুক্ত সঙ্গী হতে পারিনা (গীত সংহিতা ১২৭)। সমগ্র বাইবেলে, যে মূল চিন্তার উপর যীশু গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেটি হল, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত আমরা পরস্পরের উপযুক্ত সঙ্গী হতে পারিনা (যোহন ২:৬,৭)। কিন্তু নূতন জন্ম লাভের জন্য আপনার যা জানা প্রয়োজন এবং আপনার যা করা প্রয়োজন, তা না বলে, আমি এই পাঠ সমাপ্ত করতে পারিনা। অতএব, "পৃথিবীর সাতটি আত্মিক আশ্চর্যের" উল্লেখ করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

প্রথম আত্মিক আশ্চর্য বস্তু হল, "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নক্সা।" যদি আপনি এই পৃথিবীকে একটা দূরবীণ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখেন, তাহলে আপনি এই নক্সা দেখে, অভিভূত না হয়ে পারবেন না। কিন্তু আপনার ও আমার জন্য, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর নক্সাটি হল, এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক মানুষের জন্য রচিত, ঈশ্বরের বিশেষ পরিকল্পনা, (রোমীয় ১২:১,২; গীত ১৩৯:১৬)।

ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রত্যেক মানুষ অদ্বিতীয় ও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এ পৃথিবীতে ষাট কোটিরও বেশী আঙুল আছে, কিন্তু কোন দুটি আঙুলের ছাপ এক নয়? এখন অতি সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের 'কণ্ঠস্বরের' পার্থক্য চিহ্নিত করা যায় কারণ কোন দুজন মানুষ একই ভাবে কথা বলে না। এখন ডি,এন,এ (DNA) প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে এ জগতের প্রতিটি মানব শরীরের গঠন চিহ্নিত করা যায় এবং এর দ্বারা সারা পৃথিবীর বিচারালয়ে, সেই পার্থক্য প্রমাণ করা হচ্ছে। যদি আমাদের প্রত্যেকের এই আশ্চর্য অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়, তাহলে যিনি আমাদের শারীরিকদিক থেকে এরূপ অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সেই ঈশ্বরের এক অদ্বিতীয় পরিকল্পনা আছে, এটা বিশ্বাস করা কি খুব কঠিন? বাইবেল অনুসারে, ঈশ্বরের সেইরূপ পরিকল্পনা আছে এবং সেই পরিকল্পনাই হল, পৃথিবীর অন্যতম এক আত্মিক আশ্চর্য বস্তু।

আপনি হয়তো আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, "যদি প্রত্যেক মানব জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা থাকে, তাহলে মানুষ কেন এত অসুখী, এবং আমাদের এই পৃথিবী কেন, দাঙ্গা, যুদ্ধ ও নানাবিধ সামাজিক সমস্যা দ্বারা পরিপূর্ণ?" পৃথিবীর দ্বিতীয় আত্মিক আশ্চর্য বস্তু দ্বারাই আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, যেটাকে আমি বলি, "পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিচ্ছিন্নতা।" আজকের দিনে বিভিন্ন দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে কিন্তু সবথেকে বড় বিচ্ছিন্নতা হল, মানুষ ও ঈশ্বরের বিচ্ছিন্নতা।

বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বর মানুষকে পছন্দশীল প্রাণী রূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই প্রাণীকে, তাঁর সৃষ্টি কর্তাকে এই কথা বলার শক্তি দিয়েছেন যে, "তুমি এই মহান নক্সা অনুসারে আমাকে সৃষ্টি করেছ কিন্তু আমি এর অংশ হতে চাই না। আমি আমার পথেই আমার জীবন যাপন করতে চাই।" শাস্ত্রে বলা হয়েছে আমরা সবাই একথা ঈশ্বরকে বলি। বাইবেলে এটাকেই পাপ বলা হয়েছে। তাদের পাপ পূর্ণ বিদ্রোহের জন্য, মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং ঈশ্বর তাদের সেটা করতেও দেন। আর এই বিচ্ছিন্নতাই, আজকের দিনে পৃথিবীর সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। ঈশ্বর আমাদের এই সামর্থ্য দিয়ে, সৃষ্টি করেছেন যে আমরা নিজেদের তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি, আর এটাই পৃথিবীর আর একটি আত্মিক আশ্চর্য বস্তু।

আমি তৃতীয় আত্মিক আশ্চর্য বস্তুর নাম দিয়েছি, "পৃথিবীর সবথেকে বড় উভয় সঙ্কট।" পৃথিবীর সবথেকে বড় বিচ্ছিন্নতার ফলে, আমরা পিতামাতা হিসাবে প্রায়ই যে উভয়-সঙ্ক টের সম্মুখীন হই, ঈশ্বরও তার সম্মুখীন হন। আমরা আমাদের সন্তানদের ভালবাসি এবং তাদের কাছ থেকে আমরা বিশেষ ধরনের ব্যবহার ও মনোভাব আশা করি। কিন্তু ভয়াবহ বিষয়টি হল, তারা যা করে, তা আমাদের অসন্তুষ্টই করে। তারা তাদের কাজের দ্বারা আমাদের হৃদয় চূর্ণ করে দেয়। যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটে, তখন আমরা কি করব? আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে চাই কিন্তু আমরা তাদের জঘন্য কাজের প্রতি চোখ ফিরিয়েও থাকতে পারি না। প্রত্যেক পিতামাতারই এরূপ উভয় সঙ্কটের অভিজ্ঞতা আছে।

এক অর্থে ঈশ্বরেরও এই একই ধরনের উভয় সঙ্কট, দেখা দিয়ে থাকে, (যদিও তিনি এটাকে কখনও সমাধানের অযোগ্য সমস্যা বলে মনে করেন না)। তিনি দেখেন তাঁর সৃষ্ট প্রাণী, নিজেদেরকে স্রষ্টার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে এবং তিরস্কারযোগ্য এমন কাজ করছে, যা তিনি তাদের কাছ থেকে আশা করেন না। এ জগতের সবথেকে বড় উভয় সঙ্ক ট হল, মানব পরিবারকে নিয়ে, ঈশ্বর প্রত্যেক দিন ও প্রতি রাত্রিতে, যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

পৃথিবীর এই সবথেকে বড় উভয় সঙ্ক টের সমাধান যেভাবে করা যায়, সেটাই আমাদের চতুর্থ আত্মিক আশ্চর্য বস্তুর কথা বলে - সেটা হল - "জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা"। পৃথিবীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণাটি, কোন সরকারী ঘোষণা পত্র নয়। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণাটি পাওয়া বাইবেলে ঃ যে ঈশ্বর, আমার ও আপনার জন্য ক্রুশে মৃত্যু বরণ করার জন্য, তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়ে ছিলেন - এই "সুসমাচার" বা "শুভ সংবাদ।" এটা করার ফলে, ঈশ্বর জগতের সবথেকে বড় উভয়-সঙ্কটের সমাধান ও সবথেকে বড় বিচ্ছেদের পুর্নমিলন সম্পর্কে যা করা প্রয়োজন, সেই সব কিছু সম্পন্ন করেছেন। আপনি এই মহান ঘোষণা অনুধাবন করতে পারলে, আপনি বুঝতে পারবেন যে যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশই হল, এই পৃথিবীর এক সত্য আত্মিক আশ্চর্য বস্তু।

এটাই আমাদের পঞ্চম আত্মিক আশ্চর্য বস্তুতে পরিচালিত করে, যেটির নাম, আমি দিয়েছি, "পৃথিবীর সবথেকে বড় সিদ্ধান্ত।" যীশু যখন এ জগতে ছিলেন, একদিন মধ্য রাত্রিতে তিনি নীকদীম নামক একজন গুরুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন (যোহন ৩:১-২১)। যীশু তাঁকে বিশেষ ভাবে বলেছিলেন ঃ "আমি ক্রুশীয় মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছি কারণ আমি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। আমি পাপের সমস্যায় ঈশ্বরের একমাত্র সমাধান এবং ঈশ্বর প্রদত্ত একমাত্র ত্রাণকর্তা। যদি তুমি তা বিশ্বাস কর, তুমি দণ্ড প্রাপ্ত হবে না। কিন্তু যদি বিশ্বাস না কর, তাহলে পাপের জন্য নয় কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস কর নি, এই কারণেই দণ্ড প্রাপ্ত হবে।"

এটা অনেকটা যেন, ঈশ্বর জগতকে একটা জীবন-রক্ষার চুক্তিপত্র প্রদান করছেন। যীশু নিজ রক্ত দ্বারা এই চুক্তি-পত্রে সাক্ষর করেছেন। কিন্তু ঐ চুক্তি-পত্রে, আমাকে ও আপনাদেরও বিশ্বাস দ্বারা সাক্ষর করার একটা স্থান আছে। আর যীশু তাঁকে বিশ্বাস করার এই যে সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন, এটাই হল, পৃথিবীর সবথেকে বড় সিদ্ধান্ত এবং পৃথিবীর একটি আত্মিক আশ্চর্য বস্তু। এ বিষয়ে আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো, সেটাই অনন্ত জীবন ও অনন্ত দণ্ডাদেশের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করবে, অতএব এই সিদ্ধান্তটাই, পৃথিবীর এক আত্মিক আশ্চর্য বস্তু।

আপনি কি করে বুঝবেন যে, আপনার অনন্ত নিয়তি নির্ধারণকারী, সিদ্ধান্ত আপনি গ্রহণ করেছেন? শাস্ত্রে, এই গ্রীক শব্দ 'believe' দ্বারা বুদ্ধি দীপ্তভাবে একমত হওয়াকেই বোঝায় না। এর দ্বারা শুধু মাথা নেড়ে, এই কথা বলাকে বোঝায় না, "আমি এটা বিশ্বাস করি।" একবার আমাকে একটা উদাহরণ দ্বারা এটা বোঝানো হয়েছিল ঃ জনৈক ব্যক্তি, আমেরিকার একটা বৃহৎ জলপ্রপাতের এপার থেকে ওপারে, একটা দড়ি সম্প্রসারিত করে দিয়েছিল। তারপর সে একটা সাইকেল চালিয়ে, ঐ সরু দড়ির উপর দিয়ে, এদিক থেকে অন্যদিকে গেল এবং পুনরায় ফিরে এল। সমবেত যে জনতা ঘটনাটি দেখছিল, তারা হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। ঐ ব্যক্তি তখন তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের মধ্যে কতজন বিশ্বাস করেন যে, আমি একজন যাত্রী সহ, সাইকেলে এইভাবে যাতায়াত করতে পারি?" অনেকে হাত তুলে সমর্থন জানাল। তখন সে একজনকে লক্ষ্য করে বলল, "এসো, এই সাইকেলে বস।" যখন সেই দর্শকবৃন্দ, এক এক করে বলতে লাগল, "আমি না" "আমি না"। তখ ন ঐ ব্যক্তি বলল, "তাহলে আপনারা আমাকে প্রকৃতই বিশ্বাস করেন নি।"

গ্রীক শব্দ 'believe' এর প্রকৃত অর্থ, "সাইকেলে ওঠা"। যদি আপনার গৃহে আগুন লাগে এবং আপনি হাঁটাচলায় অসমর্থ হন, আর তখন জনৈক ব্যক্তি, আপনার শয়নকক্ষে এসে, আপনাকে ঐ জ্বলন্ত গৃহ থেকে বাইরে নিয়ে যেতে চান, তাহলে ঐ উদ্ধার কারীর উপর, আপনাকে আপনার দেহের সমস্ত ভার অর্পণ করতে হবে এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে হবে

যে, তিনি আপনাকে ঐ জ্বলন্ত গৃহের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন। ঠিক এইভাবে, নূতন নিয়মের একটি অনুবাদে, যোহন লিখিত সুসমাচারের তিন অধ্যায়ের ষোল পদে বিশ্বাস শব্দটি অনুবাদ করে বলা হয়েছেঃ "যে কেহ যীশুর উপর তার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করে, সে বিনষ্ট হবে না, কিন্তু অনন্ত জীবন লাভ করবে।" যখন আপনি যীশুর দাবিগুলি সত্য বলে বিশ্বাস করেন, যে তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, আমাদের পাপের সমাধান ও ত্রাণকর্তা এবং তাঁর উপর, আপনার পরিত্রাণের নিমিত্ত সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন, তখন সেটা আপনার প্রকৃত বিশ্বাস।

আর আপনি যে সত্যই বিশ্বাস করছেন, এটা কিভাবে বুঝতে পারবেন? এইজন্য আমি ষষ্ঠ আত্মিক আশ্চর্যের নাম দিয়েছি, "পৃথিবীর সবথেকে বড় নির্দেশ।" সুসমাচারে আমরা দেখতে পাই, যখনই কোন একজন ব্যক্তি যীশুকে বলেছিলেন, "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি," তিনি তাকে দুটি শব্দ বলেছেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" এই কথা শুনেই তারা বুঝতে পেরেছিল, যখনই তারা তাঁকে অনুসরণ করবে, তারা যেভাবে জীবনযাপন করছে, সেখান থেকে তাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। অধিকাংশ জনই তা করতে চাইত না, আর এইজন্য তারা তাঁকে অনুসরণও করত না। তারা নিজেরাই বুঝতে পারত যে, তারা তাঁকে প্রকৃতই বিশ্বাস করছে না।

অবশ্য অল্প কয়েকজন দায়বদ্ধ বিশ্বাসী মানুষ ছিল, যারা তাঁকে প্রকৃতই বিশ্বাস করত। তারা একথা বুঝেছিল যে, যীশুকে অনুসরণ করার নির্দেশই হল, এ পৃথিবীর সবথেকে বড় নির্দেশ। তিনি তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি স্থাপন করেছিলেন যে, "আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব" (মথি ৪:১৯)। যখন তারা তাঁকে অনুসরণ করে, তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়ার অঙ্গীকার করল, তিনি তাদের যা করতে চেয়েছিলেন, তা করে নিলেন। ষাট বৎসর পরে, তাদেরই একজন, বাইবেলের শেষ পুস্তকটি, যীশুকে উৎসর্গ করে বলেছেন ঃ "যিনি আমাদের ভালবেসেছিলেন এবং রাজা ও যাজক করেছিলেন, তাঁরই উদ্দেশে .....।" প্রেরিত যোহনের নিকট, যীশুকে অনুসরণের নির্দেশ হল, পৃথিবীর আর একটি আত্মিক আশ্চর্য।

আমি সপ্তম আত্মিক আশ্চর্য বস্তুটির নাম দিয়েছি, "পৃথিবীর সবথেকে বড় গতিশক্তি।" আমরা এটি সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারি না। কিন্তু যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন আমরা তাঁকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন আমরা সম্পূর্ণ নূতনভাবে জন্মগ্রহণ করার জন্য এক গতিশীল শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করি। অলৌকিকভাবে, পবিত্র আত্মা তখন, আমাদের দেহে বাস করতে থাকেন এবং আমরা পৃথিবীর সবথেকে বেশী গতিশক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করি। এই নূতন জন্ম, আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের বসবাস, আমাদের খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয় শক্তি, আমাদের প্রদান করে।

এটাই হল সাতটি অতি আশ্চর্যজনক আত্মিক বস্তু সম্পর্কে আমার বক্তব্য। পৃথিবীর সবথেকে বড় নক্সা, পৃথিবীর সবথেকে বড় বিচ্ছেদ, পৃথিবীর সবথেকে বড় উভয় সঙ্কট, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রধান ঘোষণা, পৃথিবীর সর্বপ্রধান সিদ্ধান্ত, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশ ও পৃথিবীর সর্ব প্রধান গতিশক্তি। আমি এগুলির নাম দিয়েছি, পৃথিবীর সাতটি আত্মিক আশ্চর্য।

আপনি যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার নির্দেশ লাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, নূতন জন্মের জন্য উত্থিত খ্রীষ্টের শক্তি অর্জন করতে পারেন। প্রকৃত বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জন্মের অলৌকিক কাজ শুরু হয়ে যায়। আপনি কি ঠিক এখনই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান?

এই সাতটি আত্মিক আশ্চর্যে বিশ্বাস করলে, আপনি বিবাহের জন্য আত্মিক ভিত্তিমূল লাভ করবেন, যেরূপ বিবাহ আপনার জন্য ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য। আপনাকে প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবে, খ্রীষ্টের উদ্ধার কারী অনুগ্রহ এবং ভালবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। তারপর, আমি এই পাঠে, ভালবাসা ও খ্রীষ্টের ন্যায় পথের যে চিত্র প্রদর্শন করেছি, সেই ভাবে আপনার বিবাহিত সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবেন। এই আত্মিক ভিত্তিমূল ব্যতীত, আপনার বিবাহ, ঈশ্বর রচিত বিবাহ নক্সার সমরূপ হতে পারবে না।

আমার প্রার্থনা ও ইচ্ছা এই যে, ঈশ্বর যেন, আপনার বিবাহে ও পরিবারে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করতে, আপনাকে সাহায্য করেন এবং তারপূর্বে আপনার পরিত্রাণ ও ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

Mariage and Family : Part-2
Booklet - 7
Bengali

Cover Credit : Cynthia Kingston
Printed by : Canaan Press, Chennai

For additional Booklets write to

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010
Ph. : 6425166 Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org.

Mariage and Family : Part-2
Booklet - 7
Bengali

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk
Chennai - 600 010

(For Private Circulation only)

ICM/Ben-7/2004